কুড়মি কথা



ডাঃ মথন চন্দ্র মাহাতো

অবশেষে প্রামাণ্য তত্ত্ব-সমৃদ্ধ কুড়মিকথা বইটি মুক্তি পেল। বইটিতে কুড়মি জাতির উৎপত্তি, বিস্তৃতি, সংস্কৃতি ধর্ম ও ভাষা সহজ সরল বোধগম্য ভাষায় লিখিত হয়েছে। কুড়মি জাতি ভারতের প্রাচীনতম জাতিদের মধ্যে একটি অন্যতম জাতি। কুড়মি সভ্যতা গড়ে উঠেছে আর্য সভ্যতা থেকে কমপক্ষে এক হাজার বৎসর পূর্বে। কিন্তু বর্তমানে আর্য সভ্যতার আগ্রাসণে কুড়মি সভ্যতা লুপ্ত হতে চলেছে। পুনরুদ্ধার হবে কিনা সেটা সময় বলবে। আশাকরি গবেষনামূলক বইটি সকলের নিকট গ্রহণীয় হবে বলে আশা রাখি।

ISBN : 978-81-980640-3-5

কুড়মি কথা

ডাঃ মথন চন্দ্র মাহাতো

মুলনিবাসী কুড়মি সমাজ

প্রাচ্য পাশ্চাত্য

কলকাতা - ৬৫

www.prachyapaschatya.com

KUDMI KATHA

by

Dr. Mathan Ch. Mahato
(Ex. GP. Level Homeopathic Medical Officer)
M.Sc (Zoology), M.A., D.M.S. (Cal)
* B.M.C.P. (Cerebral Palsy); - Trained in Jadavpur University
* Acupuncture Trained; - Jadavpur University
* Advance Course on Homeopathy (C.A.H.); - Council of Homeopathic Medicine, West Bengal
* Registered Acupuncturist (Part-A), By Council of Acupuncture Therapy (Govt. of West Bengal)
* Ex-House Physician and Surgeon; - P.C. Memorial Homeopathic Hospital College (Calcutta)
* Family Welfare and Population Education Trained; - Indian Red Cross Society (Calcutta)
* Ayurved Ratna; Hindi University
* Baidya-Rajakia Aurvedic and Unani Chikissa Parisad Bihar

ISBN : 978-81-980640-3-5

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২৪

বর্ণ সংস্থাপন : সুরজিৎ টিকাদার, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রকাশনা : প্রাচ্য পাশ্চাত্য, কলকাতা - ৭০০ ০৬৫

মুদ্রণে : আদিত্য গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
বি ১৫/১, বলাই সিংহ লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

দাম : ১০০ টাকা

লেখকের অন্যান্য বই-

১। বায়ো ও মঞ্জরী, ২। কুড়মি ফোরাম ফর কালচার এন্ড মুভমেন্ট, ৩। আকুপাংচার থেরাপি, ৪। O.B.C. জাগৃতি (২০১৮), ৫। হৃদয়ের কথা ও ব্যথা (২০১৯), ৬। আকুপাংচারে রোগ মুক্তি (২০২১), ৭। Health for All (1st Part) ২০২২, ৮। কুড়মি জাগৃতি

প্রাপ্তিস্থান :-

Dr. B. R. Ambed Kar Homeopathy Institute at prince road, Manbajar, P.O. + P.S. - Manbajar, Dist.- Purulia, West Bengal.
(Authorised Training Centre of Bharat Sevak Samaj National Development Agency, Promoted by Government of India.)

উৎসর্গ

সারি ও সারনাধর্মী সকলের উদ্দেশ্যে

কিছু কথা

কুড়মি কথা বইটি প্রকাশ পেল। বইটিতে কুড়মি জাতির উৎপত্তি, সমাজ গঠন, সংস্কৃতি বা কালচার, ভাষা ও লিপি, ধর্ম ও দেবদেবী বিষয়ক, প্রমান সাপেক্ষ সরস ও সহজ ভাষায় আলোচিত হল। প্রাবৈদিক যুগে কুড়মি জাতি, প্রাচীন সভ্যতা সৃষ্টিকারী খেরওয়াল জনগোষ্ঠীর সদস্য ছিল। বৈদিক আক্রমনে জনগোষ্ঠীগুলি পরস্পর গাঁঠ ছাড়া হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং আলাল-আলাদা বসতি গড়ে তুলে। কুড়মি জনজাতি প্রধানতঃ সিন্ধু সভ্যতা সৃষ্টিকারী জনগোষ্ঠীর একটি বৃহত্তম অংশ। প্রাচীন যুগের সিন্ধু সভ্যতার ঐতিহ্য বহনকারী কুড়মি জনজাতি বর্তমানে ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল সীমানা রাঁচি, হাজারীবাগ, পালামৌ, ধানবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে তাদের বাসস্থান। ক্ষুদ্র বইটিতে কুড়মি জনজাতির প্রাত্যহিক প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করার চেষ্টা করেছি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কুড়মি জাতি কিছু কিছু সংস্কার বা আচার ব্যবহারে জড়িত থাকে, যা অপর জাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শিশুর জন্ম হলে চাল ঢাড়ায় ও নাড়ী পুঁতে। কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েদের বিয়ে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই সময় ছেলেমেয়েদের ব্রেন ঠিকমত গঠিত হয় না, কিন্তু রক্ত থাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র। বিয়েতে বর পন নয়, কনে পন, চালু আছে। কুড়মি বিয়েতে সিঁদুর একটি মূল্যবান উপাদান। গাছের ফুল থেকে সিঁদুর তৈরী হয়। সিঁদুর দেখতে টুকটুকে লাল বর্ণের। মহিলাদের মাসিক বা রজঃস্রাবও টুকটুকে লাল বর্ণের। মহিলাদের কপাল ও সিঁথিতে সিঁদুর, উহা মাসিক বা রজঃস্রাবের প্রতীক। এই লালবর্ণ সিঁদুর উর্বরতা ও সৃষ্টির লক্ষন। কপাল ও সিঁথির সিঁদুর মুছে যায়, স্বামীর মৃত্যু হলে। অর্থাৎ বিধবা রমণীর প্রজনন ক্ষমতার অধিকার থাকে না। বিয়ের আর একটি উপাদান হল হাতের নোয়া। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমপ্রীতি, ভালবাসার অটুট বন্ধনের প্রতীক। হাতের নোয়া খসে পড়ে স্বামীর মৃত্যু হলে।

কুড়মিদের মাতৃভাষা হল কুড়মালি ভাষা। চর্যাপদের মাতৃসম কুড়মালি ভাষা। কুড়মালি ভাষার শব্দ সম্ভার নিয়ে চর্যাপদ রচিত। বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে চর্যাপদ থেকে। তা আমি সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

বর্তমানে কুড়মালি ভাষার বিশেষ অর্থবহ মৌলিক শব্দ বহুলভাবে প্রচলিত। যেমন জহার, গরাম, করম, মকর কহিনী প্রভৃতি মৌলিক শব্দ কুড়মালি ভাষাকে অলঙ্কৃত করেছে। জহার শব্দটি ভাঁগলে জয় ও হার শব্দ হয়। হারের অর্থ

হর। হর এর অর্থ হল শিব, মহাদেব বা আদি দেবতা। সামগ্রিক ভাবে জহার শব্দের অর্থ হল সম্বোধন সূচক কৃষিদেবতা বা আদিদেবতা স্মরণ করা। পরস্পর সাক্ষাতে বা আলোচনা সভাতে মৌলিক শব্দ জহার প্রয়োগ করা হয়। জোহার শব্দ নহে।

পরবপালি তে কুড়মিরা পিঠাপুলি হলে নিজেদের মধ্যে খাওয়ার পূর্বে পিঠা-পুলির কিছু অংশ পূর্ব পুরুষদের স্মরণ করে আঁদাড়ে পিঁদাড়ে ছিঁটিয়ে দেয়। গরাম বিশেষ অর্থবহ কুড়মালি মৌলিক শব্দ। গরাম শব্দ পাঁচ দেবতার সম্মিলিত রূপ। যা পূর্বে বর্ণনা করা আছে। গরাম কুড়মিদের লোগো যা গৈরিক বসনে উদিত ভানু রূপে উদ্ভাষিত। করম, কুড়মালি ভাষার মৌলিক শব্দ। কুড়মি তরুণীরা নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে করম ঠাকুরকে বরণ করে। মকর কুড়মালি মৌলিক শব্দ। পৌষ সংক্রান্তিতে সূর্যের দক্ষিণ আয়ন পথ পরিক্রমা শেষ হয় ও উত্তর পথ পরিক্রমা পথ শুরু হয়। দুটো পরিক্রমার সন্ধিক্ষণে মকর উৎসব উদযাপিত হয়। কুড়মি জাতি তার জন্ম লগ্ন থেকে বৃটিশ ভারতের ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এস.টি. তালিকাভূক্ত ছিল। ১৯৫০ সালে আদিবাসী তালিকা থেকে কুড়মি জাতি বাদ পড়ে হিন্দু হয়ে যায়। এস.টি. ছেড়ে হিন্দু হওয়া, কুড়মি জাতি নিজেরা হয়নি। কংগ্রেস দল পরিচালিত সরকার কুড়মিরাকে হিন্দু বানিয়ে ফেলে। কিছু কারণ থাকা অবশ্যই স্বাভাবিক। ছোটনাগপুরের বৃহৎ মালভূমি অঞ্চলে কুড়মিদের বাসস্থান। সেখানে অরণ্যের কাঠ ও খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। অরণ্যের কাঠ বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ এইগুলির অধিকার কুড়মি জনগোষ্ঠীর। এস.টি. জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি বিক্রয় হয়না। সেইজন্য সরকার জনগোষ্ঠী কুড়মি জাতিকে এস.টি. থেকে সাধারণ জাতিতে অর্থাৎ হিন্দু বানিয়ে ফেলে, তাদের জমি-সম্পত্তি ক্রয় করার জন্য। তার ফলে কুড়মিরা বৃহৎ অংসের বনজ ও খনিজ সম্পদ হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে, ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে সকলের জন্য ভোটের অধিকার লাগু হলে ভারতবর্ষেও তার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। মন্ডল কমিশন রিপোর্টে শাসক শ্রেণী তথা ব্রাহ্মণ শ্রেণী সাড়ে তিন পার্সেন্ট (৩.৫ শতাংশ)। সাড়ে তিন পার্সেন্ট শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি ভোটের মাধ্যমে আইন সভায় গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না। আইন সভায় গরিষ্ঠতা লাভের জন্য কুড়মিদেরকে হিন্দু বানিয়ে ফেলে। তবে কুড়মিরা পুনরায় এস.টি. তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন।

কুড়মালি ভাষার আর একটি মৌলিক শব্দ টঁড়-কুড়মি। দুটো শব্দ মিলে একত্রে টঁড় কুড়মি শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কারনবশতঃ অন্য জাতিরা নীচু দেখে ঘৃণাভরে কুড়মিকে টঁড় কুড়মি বলে। টঁড় কুড়মি অর্থবহ মৌলিকশব্দ। শব্দটার প্রয়োগ বৈদিক আগমনের সময়ে। টঁড় এর অর্থ হল টঁড়র এর অর্থ হল পেট বা

উদর। সেই সময় আর্যরা পেট ভর্তি করত ও পশুচারণ ও পশুপালন দ্বারা। সাঁওতাল বা অন্য জাতিরা পেট ভর্তি করত পশু শিকার দ্বারা। কুড়মিরা পেট ভর্তি করত কৃষিকাজে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার শস্য দানা দ্বারা। ঢঁড়র ভর্তি বিষয়ে সহজে অনুমেয় কোন জীবিকা শ্রেষ্ঠ বা কারা শ্রেষ্ঠ। কুড়মিরা নতুন উদ্ভাবন প্রক্রিয়া দ্বারা উদর ভর্তি করে। কৃষিকাজের দ্বারা শস্য সৃষ্টি বা কোন বস্তু সৃষ্টি করা বিজ্ঞানের অবদান। পশুপালন বা পশু শিকার কোনটাই বিজ্ঞানের অবদানে পড়ে না। সৃষ্টি করা কুড়মি সকলের শ্রেষ্ঠ। কুড়মিরা ঢঁড় সাপ নয়, প্রয়োজনে খরিস হয়ে ফঁস।

কুড়মি সংস্কৃতি মূলতঃ প্রাক্ আর্য যুগে সৃষ্টি তথা সিন্ধু সভ্যতা বা দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত। কুড়মি সংস্কৃতির মধ্যে কোন আর্য সংস্কৃতি ছিল না। আর্যরা বিদেশ থেকে এসে কুড়মি সংস্কৃতি ধার নিয়ে নিজেদের সংস্কৃতি গড়ে তুলে এবং কুড়মিদের উপর ছড়ি ঘোরায়। তাই বর্তমানে বিভিন্ন জাতির সেতু বন্ধনে কুড়মি সংস্কৃতি বেমানান মনে হয়। সময়ের অভাবে ইচ্ছা থাকলেও গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হল না।

গ্রন্থটি আগাগোড়া সহজ, সরল বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। বইটি মূলতঃ কুড়মিদের আত্ম জাগরণ, ধর্মীয় জাগরণ ও বৃহত্তম মানব সমাজের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব জানার জন্য উপস্থাপন মাত্র। বইটিতে কোন ব্যক্তিকে, কোন সমাজকে বা কোন ধর্মকে আঘাত দেওয়া হয়নি। কেবল মাত্র কুড়মি জনগোষ্ঠীকে তাদের পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্য পূর্ণ সংস্কৃতি জ্ঞাত করার জন্য এই বই লেখা। তাতে যদি দোষ ত্রুটি, ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। বইটির পান্ডুলিপি করার সময় কুড়মালি শব্দ চয়নে সহধর্মিনী শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী মাহাত আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে। গ্রন্থ রচনাতে প্রেরণা ও সহায়তা জুগিয়েছে ডাঃ দিলীপ কুমার মাহাত, চিকিৎসক অজয় কুমার মাহাত ও আরো অনেকে তাঁদের প্রতি রইল আমার আকুণ্ঠ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি মানভূম কালচারাল আকাদেমির সদস্য ও শিক্ষক ভাতৃসম শিব শঙ্কর সিং মহাশয় তথ্য সমৃদ্ধ কুড়মি কথা বইটি প্রকাশনায় ও সূচিপত্র বিন্যাসে বিশেষ তৎপর হয়েছেন। সেইজন্য তাঁর প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অশেষ ধন্যবাদ। অল্প সময়ে ও স্বল্প পরিসরে বইটি লেখা। সেইজন্য বইটিতে ভুল ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা এই সকল ভুল ত্রুটির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বা জানালে আমি উপকৃত ও বাধিত হব।

নিবেদক-

ডাঃ মথন চন্দ্র মাহাত

বিশরী, মানবাজার, পুরুলিয়া (মোঃ- ৯৩৩২১০৬৮৭৫)

শুভেচ্ছা বার্তা

বর্তমানে পণ্ডিত মহলে জনজাতি চর্চার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছি। আর জনজাতিগুলিই যে দেশের সমস্ত ঐতিহ্যের ধারক-বাহক সে কথাও আজ পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত। কোল, ডিল, সাঁওতাল, ওঁরাং, কুড়মি, খাসি, চিক্‌বড়াইক, বীরহড়, কর্মালি, গড়াও, শবর, মালপাহাড়িয়া, সাহালি সহ আরও অসংখ্য জনজাতিদের সংস্কার-সংস্কৃতি, ভাষাজাতি, রহম-সহন সবই বর্তমান আধুনিক সভ্যাতার ঐতিহ্যবাহী দিক। সেজন্য উৎসের সন্ধানে আজকের পণ্ডিতেরা এই সব জনজাতিদের জীবনচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এই চর্চায় যেমন জনজাতির মানুষজন নিজেরাই নিজেদের জাতিসত্তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস চর্চায় আত্মনিয়োগ করে বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী, গ্রন্থরচনা সহ ডুকুমেন্টারির মাধ্যমে নিজ নিজ জাতিগোষ্ঠীর লুপ্ত ঐতিহ্য উদ্ধার করে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন; পাশাপাশি জনজাতি গোষ্ঠী বিষয়ে উৎসুক ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গও জনজাতি চর্চায় মনোনিবেশ করে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস তথা সভ্যতার মূলস্রোতের অনুসন্ধান করছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এইসব জনজাতিগোষ্ঠীগুলির জীবনচর্যায় হল সভ্যতার মূলস্রোত!!

'কুড়মি কথা' গ্রন্থটি হলো তেমনই একটি জনজাতিচর্চা বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকার ডাঃ মথন চন্দ্র মাহাত, পেশায় একজন চিকিৎসক ও আকুপাংচারিষ্ট; কিন্তু নেশায় তিনি একজন সুলেখক। সর্বোপরি তিনি নিজে 'কড়মি' জনগোষ্ঠীর মানুষ। ফলে, একপ্রকার নিজ জাতিগোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক দায় বদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই তিনি নিজের সমৃদ্ধশালীও ঐতিহ্যশালী 'কুড়মি' জাতিগোষ্ঠীর সহসচার, সংস্কৃতি, ভাষা, পাইন-পার্বন, রহসল সহন ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচন করেছেন। এই 'কড়মি' জাতির সংস্কৃতিই যে সমগ্র সাবেক মানভূম জুড়ে আজও পালিত হচ্ছে তাও তিনি তথ্য-প্রমান সহ বিশ্লেষন করে জনজাতি চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদাই হবেন।

সাবেক মানভূমের এই সব জনজাতি গোষ্ঠীগুলির লুপ্ত প্রায় সংসকার-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার, পুনর্জাগরন ও সভা-সেমিনার-বক্তৃতা-কর্মশালা

সর্বোপরি জনজাতিদের সংস্কার-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ ও ডুকুমেন্টারি তৈরি করে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত, জেলা তথ্যও সংস্কৃতি দপ্তর, পুরুলিয়ার অধীনস্থ 'মানভূম কালচারাল আকাডেমি' সস্থাপন করে ২০১৮ সালে। ডাঃ মাহাত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পুরুলিয়া তথা সাবেক মানভূম সহ অন্যান্য প্রদেশে বসবাসকারী 'কুড়মি' জাতি গোষ্ঠীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। এ জন্য ডাঃ মাহাতকে 'মানভূম কালচারাল আকাডেমির' পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ তাদের নিজ নিজ জাতিগোষ্ঠীর উজ্জ্বল ঐতিহ্য জনসমক্ষে বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরুক এবং তাঁর রচিত 'কুড়মি কথা' সাধারণ পাঠক মহলে আলোড়ন তুলুক-এই কামনা করি।

হংসেশ্বর মাহাতো
সভাপতি
মানভূম কালচারাল আকাডেমি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কুড়মি জনগোষ্ঠী অন্যতম। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, প্রাচীন সভ্যতাগুলি দ্রাবিড় ও প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর অধিবাসী দ্বারা সৃষ্ট। পাঞ্জাবের রাভী নদীর তীরে হরপ্পা সভ্যতা ও গুজরাট রাজ্যের ধোলাভিরায় নব আবিষ্কৃত হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রারই নিদর্শন। গুজরাটের 'লোথাল'-এ সাম্প্রতিক খননকার্যে উদ্ভূত বাণিজ্য নগরীর নানাবিধ নিদর্শন যে এই দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীরই-তাও আজ সর্বজন স্বীকৃত। এই দ্রাবিড় ও প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীরই অন্তর্গত হলো- কোল, ভীল্, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাং, হো, কড়া, কুড়মি, মাহলি, বিরহড়, অসুর, ভূমিজ ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী মানুষজন। আদিম স্তরে এইসব জনগোষ্ঠীর সকলেই একসঙ্গে বসবাস করতো বলে, এদেরকে 'খেওয়াল' জনগোষ্ঠীও বলা হয়। পরবর্তীকালে জীবনজীবিকার অন্বেষণে তারা আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। রেভারেন্ড এল ও স্ক্রেফ্সরুড তাঁর 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা' গ্রন্থে সে কথা বলেছেন- ক্ষ্মচাম্পা ধাবিচ আলে আর মুন্ডাকো, বির হড়কো কুড়ম্বিকো এমানতেনকো খারওয়ার ক্রতুমতেলে বিকাউঃকান তাঁহেকানা। বিঁহড় দ চেকাতে হাঁড়ু জমকেৎকোতেকো বিটলাহায়েনা, মুন্ডাকোহ অন্ডেকো বেগারএনা, আর কুড়ুম্বিকো দ দিন দিনতেকো দেকো মাছায়েনা। আদম খাওয়ার দ ওনকো দেকো সিংকো তুলুচ্ ঘার ঘারাইকো জড়াওকেংতো ওনকোরেন বঁশ দকো সিংএনা।" ('খেরওয়াল তরাও আখা", বালিটিকরি, পোইলান, নদীয়া; ২০০৭, পৃঃ ১৬)।

এই খেরওয়াল জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত অন্যতম জাতিগোষ্ঠী কুড়মিদের ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, পাইল্-পাব্বন ইত্যাকার নানাবিধ দিক নিয়ে এই 'কুড়মি কথা' পুস্তিকায় চুম্বকের আকারে আলোচিত হয়েছে। আলোচনা করেছেন ডাঃ মথন চন্দ্র মাহাতো মহাশয়। নেশা যাঁর কুড়মি জনজাতির প্রকৃত স্বরূপ জনসমক্ষে তুলে ধরা, আর পেশা হলো নানাবিধ জটিল রোগের চিকিৎসা করা। তিনি একজন 'আকুপাংচারিষ্ট' হিসাবে চিকিৎসা জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। একহাতে স্টেথিসস্কোপ, অন্যহাতে কলম-সব্যসাচীর ভূমিকায় তিনি দু দিকেই সফল হয়েছেন। রোগীর চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁর কলমও যে অত্যন্ত সচল- তা তাঁর

প্রকাশিত গ্রন্থগুলির দিকে চোখ বোলালে অতি সহজেই বোঝা যায়। এমন কি, তিনি একজন কবিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও কুড়মি জাতিসত্ত্বা বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন- 'বায়ো ও মঞ্জরী', 'কুড়মি ফোরাম ফর কালচার এন্ড মুভমেন্ট', 'আকুপাংচার থেরাপি', ও.বি.সি জাগৃতি (২০১৮), 'হৃদয়ের কথা ও ব্যথা' (২০১৯), 'আকুপাংচারে রোগ মুক্তি' (২০২১), হেলথ ফর অল ফার্স্ট পার্ট, 'কুড়মি জাগৃতি' ইত্যাদি। আলোচ্য কুড়মি কথা' নামক দু ফর্মার পুস্তিকায় তিনি চুম্বকের আকারে কুড়মালি ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন বিষয়ে আলোচনা করে কুড়মি জাতির গৌরব তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে, অর্থ সহ বিভিন্ন কুড়মালি শব্দের যে তালিকা পেশ করেছেন, তা সত্যিই অভিনব। অভিনব এই অর্থে যে, এমন কিছু শব্দের উল্লেখ তিনি করেছেন যে, সেই শব্দগুলি একেবারে কুড়মালি শব্দভান্ডারের নিজস্ব সম্পদ। এই শব্দগুলির উৎস অন্য কোনো ভাষাগোষ্ঠীর শব্দভান্ডারে নিহিত নেই। যেমন-'জুড়িচাঁঙ্গাড়ি', 'লিহিচিহি', 'লুসুপুষু', 'গহলফ'সড়', 'হুড়গুতা', 'টেটেবেঝে', 'হাথলুড়কি', 'কুঁড়চু', 'বাওবিন্ডলই', ইত্যাদি। এরকম অনেক কুড়মালি সহ 'হড়মিতান' জাতিগোষ্ঠীর মানুষজন দৈনন্দিন কাজেকর্মে ব্যবহার করে থাকে, যে শব্দগুলির উৎস নির্ণয় দুরূহ। এছাড়াও, মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম কুড়মালি ভাষায়- 'আঁগাশ', 'মুড়', 'রকত', 'লাইবুকু', 'টেহনি', 'খপরি', 'বাঁহি', 'গেধি' ইত্যাদি শব্দগুলিও ভাষাবিজ্ঞানে আলাদা মাত্রা যোগ করে। কুড়মি জাতিগোষ্ঠী যে নিজের মতো করে শব্দ নির্মাণ করে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে আসছে সুদূর অতীতকাল থেকেই তার মধ্য থেকে এই জাতির প্রাচীনত্বেরই সাক্ষ্য বহন করে। শুধু তাই নয়, কুড়মালি ভাষা, লিপি, ব্যাকরণ সহ কুড়মালি দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় গ্রন্থকার যত্নবান হয়েছেন। কুড়মালিতে বারো মাসের নাম, সপ্তাহের এক-একদিনের নাম সহ কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতি মতে কোন্ মাসে কোন্ পরব তার তালিকা প্রস্তুত করে পাঠকদের সজাগ করে তুলেছেন। ফলে, সবদিক থেকেই ডাঃ মাহাতো রচিত 'কুড়মি কথা' পুস্তিকাটি কুড়মি জাতিগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় বিষয়ে পাঠকদের কৌতূহল নিরসন করবে- এই আশা রাখি।

ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কাশিপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়

ডাকঘর-পঞ্চকোটরাজ, জেলা-পুরুলিয়া (পঃ বঃ), পিন-৭২৩১৩২

সূ চি প ত্র

কুড়মি জাতির উৎস সন্ধানে

সিন্ধু সভ্যতা ও হরপ্পা সভ্যতা হল ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা। এই সভ্যতা দুটো গড়ে উঠে ছিল সিন্ধু প্রদেশের সিন্ধু নদী ও পাঞ্জাবের হরপ্পা শহরে রাভী নদীর তীরে। দ্রাবিড় সভ্যতা প্রাচীনতম সভ্যতার একটি ছোট শাখা। কালক্রমে প্রাবিড় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতার সাথে মিশে যায়। সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়ার জন্য এই সভ্যতাগুলির কাল বা সময়সীমা নিশ্চিত বলা যায় না। ঐ বিষয়ে বিভিন্ন পন্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রাচীন সভ্যতা সৃষ্টিকারী জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। বেশীর ভাগ পন্ডিত ও ঐতিহাসিকদের ধারণা ও মতামত ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমানে সভ্যতাগুলির কাল বা সময়সীমা খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বের এবং সভ্যতাগুলির সৃষ্টিকারী দ্রাবিড় ও প্রোটো অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর লোক সমূহ। এই জনগোষ্ঠীগুলি ভারতের আদিম অধিবাসী বা মূলনিবাসী। ভারতের জল, জমি, জঙ্গল তাদের অধিকারে। সিন্ধু অধিবাসীরা মাটি কর্ষণের জন্য লাঙ্গল ব্যবহার করে ফসল ফলাত ও তরকারী হিসাবে মাছ ভক্ষন করত। পোড়া মাটির মূর্তি, ঘোড়া, হাতির মূর্তি সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। গৃহ পালিত গবাদি পশু গরু ভেড়া, মোষ ইত্যাদি তারা পোষ মানাত। সিন্ধু সভ্যতার মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়ার প্রচলন ছিল যার মাথা উত্তরদিকে ও পা দুটোদক্ষিণ দিকে থাকত। সিন্ধু সভ্যতাতে শিব ও পশুপতির মূর্তি ও বসা অবস্থায় ষাঁড়ের মূর্তি পাওয়া গেছে। হরপ্পাতে সূর্য পূজার প্রচলন ছিল, প্রাকৃতিক শক্তি যথা গাছ, পাথর, নদীনালা তারা পূজা করত। পোড়ামাটির পাত্রে বিভিন্ন প্রকার মূর্তি ও লতাপাতার প্রতিকৃতি অঙ্কন থাকত। সিন্ধু সভ্যতা ছিল বস্তুতান্ত্রিক ও উপযোগী সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার সূচনা হয় খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে এবং আর্য সভ্যতার সূচনা হয় খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর পূর্বে।

প্রাচীন সভ্যতাগুলি সৃষ্টি করেছিল দ্রাবিড় জাতীয় জনগোষ্ঠী। দ্রাবিড় জাতীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরসূরী হল যথাক্রমে সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহালি, কড়া, হো, বিরহড়, কোরওয়া, অসুর, ভূমিজ, কোল, কুরুকু তুরি ও কুড়মি জাতীয় গোষ্ঠীসমূহ। এই জনগোষ্ঠী গুলিকে খেরওয়াল সম্প্রদায় নামেও অভিহিত করা হয়। আরণ্যক জীবন থেকে কৃষি জীবনে কুড়মি গোষ্ঠী প্রবেশ করার সময় তারা খেরওয়াল জনগোষ্ঠী

থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হতে হলে ঐ জাতির নিজস্ব ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে। কোন জাতির নিম্নলিখিত ক্রাইটেরিয়া বা লক্ষণগুলি থাকলে ঐ জাতি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়। ক্রাইটেরিয়া নিম্নরূপ যথাক্রমে- (১) জাতি গঠনে সমাজের ভূমিকা, (২) সমাজ গঠনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, (৩) সমাজ গঠনে ধর্ম ও আত্মা। (৪) জাতি গঠনে জাতির সংস্কৃতি বা কালচার, (৫) জাতি গঠনে ভাষা ও লিপি, (৬) জাতিগঠনে ধর্ম ইত্যাদি লক্ষণ অবশ্যই থাকতে হবে।

কুড়মি জাতি গঠনে সমাজের ভূমিকা

ক) সমাজ গঠনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা : কুড়মিরা আরণ্যক জীবন পেরিয়ে কৃষিজীবনে প্রবেশ করে। তারপর তারা সমাজ গঠনে মনোনিবেশ করে। তারা বন, জঙ্গল কেটে নদীর ধারে গ্রাম পত্তন করে। বেঁচে থাকতে হলে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান বিশেষ প্রয়োজন। বাসস্থান বলতে মাটির দেওয়াল ও লতাপাতার ছাউনি।

কুড়মিদের কোঠাঘর গুহার মত দেখতে। কোঠাঘরের দরজা গোলাকৃতি। আলো, বাতাস প্রবেশের তেমন কোন জানালা নেই। এই লক্ষণ কুড়মিদের আরণ্যক জীবনের লক্ষণ। বাড়ীর দেওয়াল মাটি দ্বারা নির্মিত। ঐ দেওয়ালে বিভিন্ন প্রকার মাটি লেপন করে বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর ও লতাপাতার ছবি অঙ্কন করে। ঘরের দেওয়ালে নিচ থেকে উপরে পরপর কালো, লাল ও সাদা রঙের পাড় দেওয়া থাকে। ঐ ত্রয়ী পাড় আত্মা, প্রাণ ও দেহের প্রতীক চিহ্ন বহন করে। দেওয়ালে দিরখা ও কলঙ্গা থাকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখার জন্য। সিন্ধু সভ্যতা ছিল দ্রাবিড় জাতির সৃষ্টি। উপরের যাবতীয় লক্ষণগুলি সিন্ধু সভ্যতার প্রতীক।

সমাজের একক হল একটি পরিবার। পরিবার সাধারণত একান্নবর্তী হয়ে থাকে। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয় একটি গুষ্টি, গোষ্ঠী নয়। কয়েকটি গুষ্টির সমন্বয়ে গড়ে উঠে একটি গ্রাম। একটি পরিবারে প্রধান বাবা বা তাঁর অবর্তমানে পরিবারের মূখ্য ভূমিকা পালন করে বাড়ীর বড় ছেলে। কুড়মিদের সমাজ জীবনে একক ভাবনা বা পরিবারগত ভাবনা থাকে না। কুড়মি সমাজে গোষ্ঠী ভাবনা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। চাঁদার জন্য তারা অন্য জাতির কাছে হাত পাতে না বা চাঁদার জন্য জোর জুলুম ও করে না। তারা স্বাভিমানী। বাড়ীর অগ্রজদের কনিষ্ঠরা সম্মান প্রদর্শন করে চলে। মা-বাবাকে তারা গুরু বলে মনে করে ও ভক্তি শ্রদ্ধা করে। গুরু খুঁজতে তারা মন্দির ঘোরে না। তারা বাস্তববাদী। তারা জানে শ্বশুরকে বাবা বানালে, বাবার সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে যায়। মা দ্রোপদী বনে যায়। কুড়মিরা মায়ের সম্মানহানি করে না।

কুড়মিরা প্রধান খাদ্য ভাতের সাথে মাছ ভক্ষণ করে থাকে। তারা কৃষিজ জমি থেকে আল কেটে কাশের ঘুগি দিয়ে লুলহি, ডাঁইড়কা, পুঁটি, চেং, গড়ই ছোট ছোট মাছ ধরে। প্রয়োজনমত ছোট ছোট মাছগুলিকে তেল না দিয়ে রোদে শুকিয়ে

সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এই মাছগুলিকে শুঁটকা মাছ বলে। বিনা তেলে মাছ ভেজে রাখাকে পঁপড়া মাছ বলে। সময় অসময় শুটকা মাছ, পঁপড়া মাছ তরকারীর অভাবদুর করে।

দেহ ও পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখার জন্য কাঠের আঁগার ব্যবহার করে। আঁগারকে বেশ কিছুদিন জলে ভিজিয়ে ক্ষার তৈরী করে। এই ক্ষার দ্বারা তারা কাপড় চোপড় পরিষ্কার করে। মাথা পরিষ্কারের জন্য টিলহা মাটি ব্যবহার করে।

রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও সাবান আবিষ্কারের পূর্বে কুড়মি জাতি খার ও টিলহা মাটি ব্যবহার করত। বনজ কচড়া তেল, নিম তেল, কুসুম তেল, রেড়ি তেল জাঁতা কল দ্বারা নিষ্কাশন করে ব্যবহার করত। প্রথম কৃষিজ ফসল যব, পরবর্তী সময়ে ধান ও তেলের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সময় ঘাসজাতীয় শস্য গুঁদলী, মাড়োয়া, কদ, ভুট্টা ইত্যাদি খাদ্য কুড়মিদের উদর পূর্তি করেছে। কৃষি কাজের জন্য অধিক বলের প্রয়োজন হয়। তাই কুড়মি খাদ্য তালিকা থাকে বেশি! সকালের খাবার বাসীভাত, দুপুরে বাস্যাম, বিকেলে আড়বেলা, ও রাত্রিতে ছাঁকা ভাত।

পোশাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। পুরুষদের মোটা পাঁচ থেকে সাত ফুট ঠেঁটি কাপড় মাঝে মধ্যে মাথায় পাগড়ী ও কোমরে গামছা। মহিলাদের মোটা ঠেঠি শাড়ি বা কাপড়। কুমারী মেয়েদের এক থেকে দু ফুটের পুতলী যা কোমরে জড়িয়ে থাকে। বুক আবৃত থাকে টেপে।

কুড়মি সমাজ গঠনে বিহা

কুড়মি বিহার অর্থহ হল বর ও কনে উভয়ে উভয়ের দায়িত্ব ভার বহন করা। বর বা পাত্র কনের সারাজীবনের ভরণপোষণের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে। অন্যদিকে কনে বা পাত্রী সন্তান সৃষ্টি থেকে বংশবৃদ্ধির ভার গ্রহণকরে। বিহা একটি জীবনের ধাপ। কিশোর বয়সে যখন সবেমাত্র যৌনঅঙ্গগুলি পরিণত হতে শুরু করেছে, সেই সময়টিকে তারা বিয়ের উপযুক্ত সময় বলে বিবেচিত করে। কিশোর বয়সে ব্রেনের বিকাশ ঘটে না ঠিক, কিন্তু রক্ত পবিত্র ও শুদ্ধ থাকে। কুড়মিরা রক্তের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা পছন্দ করে। কুড়মি বিহাতে বর ও কনের বয়স থাকে অপরিণত, তাই এই বিহাতে উভয়পক্ষের অভিভাবকদের মুখ্য ভূমিকা থাকে। কুড়মিরা বিশ্বাস করে কন্যা ঋণগ্রস্থা হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কন্যার জন্মলগ্নে আঁতুড় ঘরের দায়দায়িত্ব পরিচর্যার ভার থাকে ধাত্রী মাতা বা ধাই মার উপর। আঁতুড় ঘরের পরের দায়দায়িত্ব বর্তায় মা, মাসী, পিসি, কাকী ও জেঠীর উপর। এই দায়দায়িত্ব ভার চলে নবজাতকের অন্নপ্রাশন পর্যন্ত। তারা সকলে এইসময় নবজাতকের দেখাশুনা ও পরিচর্যা করে থাকে। অন্নপ্রাশন থেকে কন্যার বিহা পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের দায়িত্বভার পড়ে কন্যার বাবার উপর। তাহলে কনে, ধাত্রী মাতা, মা-মাসীপিসি বাবার কাছে ঋণগ্রস্তা হয়ে পড়ে। বিহার সময় এই তিন প্রকার দায়িত্ব থেকে বরের বাবা কনেপন দিয়ে কনেকে ঋণমুক্ত করে। সাজনী ডালাতে বরের বাবা ধাইমা, কনের আত্মীয়া মা, মাসীদের শাড়ী প্রদান করে কনেকে ঋণমুক্ত করে। বরের বাবা কনের বাবাকে সাধ্যমত কিছু টাকা দিয়ে কনেকে ঋণ মুক্ত করে। কুড়মি বিহাতে বরপণ দেওয়া হয় না, কনে পন নেওয়া হয়। বরের বাবা কনেকে ঋণমুক্ত করে নিজের পোশাক ও অলঙ্কারে ভূষিত করে নিজ গুষ্টিভূক্ত করে বরণ ও গ্রহণ করে। কুড়মি বিহাতে গোত্র শব্দের কোন স্থান নেই। গোত্রের পরিবর্তে গুষ্টি হয়। কুড়মিদের স্বগুষ্টিতে বিবাহ নিষিদ্ধ।

কুড়মিদের ধর্মের নাম সারি ধর্ম বা সত্য ধর্ম। কুড়মিদের অনেকে আবার ধর্মকে সারনা ধর্ম বলে থাকেন। এই নিয়ে কুড়মিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কুড়মিদের আসল ধর্ম সারি না সারনা ধর্ম ঠিক বলা যায় না। কারণ দুটো ধর্মের কোনো লিখিত প্রমান নেই। সারি বা সারনা ধর্মে বিহা বা বিবাহ চার প্রকার।

কুড়মিদের বিবাহকে মহুল বিহাবলা হয়। এই বিহাতে প্রজাপতি, ঋষি ইত্যাদির কোনো উল্লেখ নেই।

'মহুল বিহা' দুই প্রকার। যথাক্রমে 'মহুল পিঁড়ি বিহা' ও 'মহুল জোয়াল বিহা'। কুড়মি বিহাতে মাসিক বা ঋতু অতি গুরুত্ব পূর্ণ আলোচনা। কেননা মাসিককে কেন্দ্র করে বিবাহের ভাগগুলি তৈরী হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষে তরুণীদের প্রথম মাসিক শুরু হয় তেরো চৌদ্দ বৎসর বয়সে। তা চলে জীবনের পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর্যন্ত। কুড়মি কন্যার জীবনে প্রথম মাসিকের পূর্বে যদি বিবাহ হয় তাহলে তাকে 'মহুল পিঁড়ি বিহা' বলা হয়। এখানে কনেকে মহল কাঠের পিঁড়িতে বসানো হয় ও বিয়ে দেওয়া হয়। মাসিক হওয়া কনেকে মহুল কাঠের জোয়ালে বসিয়ে বিয়ে দেওয়াকে 'মহুল কাঠের জোয়াল বিহা' বলা হয়। সংক্ষেপে পিঁড়ি বিহা ও জোয়াল বিহা বলা হয়। কুড়মি জাতির পরিণত যুবক, বিধবা অথবা ছাড়রী মহিলাকে বিহা করাকে 'সাঁঘা' বলা হয়। 'সাঁঘা' করার আগে যুবককে কলাগাছকে বিয়ে করে যুবতীর সমশ্রেণী হতে হবে। আর এক শ্রেণীর বিহা আছে। গোপনে প্রেম পীরিতি করে যুবক যুবতী ধরা পড়লে, গ্রাম্য মোড়লের মধ্যস্থতায় বিয়ে হয়। এই বিবাহ বা বিহা সারনা ধর্মে স্বীকৃত।

কুড়মি বিহাতে কোন যাগযজ্ঞ, মন্ত্র উচ্চারণ ও পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। বর ও কনের জামাইদার বিহাতে মুখ্য ভূমিকা থাকে। তাছাড়াও মন্ত্র উচ্চারণের পরিবর্তে বিহা গীতি লক্ষণীয়।

কুড়মি সমাজ গঠনে ধর্ম ও আত্মা

মৃত্যুর পর আত্মা, পরমাত্মাতে বিলীন হয়। অর্থাৎ আত্মা মোক্ষ লাভ করে। এইটাই কুড়মি আত্মার মুখ্য উদ্দেশ্য। এটা কিন্তু কুড়মি জাতির বিশ্বাস। মোক্ষ লাভ করার জন্য আত্মাকে দুর্গম পথ অতিক্রান্ত করতে হয়। ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনা পার্থিব বস্তুগুলো আত্মাতে অবস্থান থাকলে, আত্মা পরমাত্মাতে মিলিত হতে পারে না। সেইজন্য আত্মাকে সংসারের যাবতীয় পার্থিব বস্তুগুলোকে অপসারণ করতে হয়। সেইজন্য ভোগী মানুষকে ত্যাগী মানুষ ও যোগী মানুষ হতে হয়। এই ধারণা কুড়মিদের পূর্বসূরীদের বিশ্বাস। মৃত্যুর পর শবটিকে তেল হলুদ মাখিয়ে, নতুন কাপড়ের ডোর কোপিন পরিয়ে ভোগী থেকে যোগীতে পরিণত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে তেল হলুদ শবের অ্যান্টিসেফটিকের কাজ করে। খাদ্যের লালসা চিরতরে বন্ধ করার জন্য শবের মুখে আগুন দেওয়া হয়। এই প্রথাকে 'মুখাগ্নি' বলা হয়। শবটিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় জয় গরাম ধ্বনি দিয়ে, গরাম ঠাকুরকে মৃত্যুর খবর জানিয়ে দেওয়া হয়। গরাম ঠাকুর গ্রামের সুখ, দুঃখ, খরা, রোগব্যাধির পরিত্রাতা। বর্তমানে শব কাঁধে নিয়ে যাওয়ার সময় 'হরিবোল' ধ্বনি দেওয়া হয়। এই 'হরিবোল' ধ্বনি চৈতন্যদেব প্রবর্তিত 'হরিবোল' ধ্বনি নয়। 'হরিবোল' এর অর্থ 'হরবোল'। 'হর' এর অর্থ শিব, কুড়মি জাতির আদিদেবতা 'বুড়হাবাবা'। তাঁকে স্মরণ পূর্বক জয়ধ্বনি দিয়ে শবযাত্রা। নদীর ঘাটে শ্মশানে গাড়হা বা গর্তে শবের মাথা উত্তরে ও পদযুগল দক্ষিণে অবস্থান করে পুঁতে দেওয়া হয়। সিন্ধু সভ্যতাতেও শবের দেহ পুঁতার উল্লেখ আছে। সারনা ধর্মে শবের কবর বা দাহ হয় না। পরবর্তী সময়ে দাহ ও কবর দেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে। বাড়ী প্রত্যাবর্তনকালে চৌ রাস্তাতে অর্থাৎ 'দো পথি'তে কাঁটা দিয়ে আত্মার প্রত্যাবর্তন পথ সবদিক দিয়ে বন্ধ করা হয়। মড়া বহনকারী বৃন্দ স্নান সেরে অশ্ব বৃক্ষকে কোলাকুলি করে শবের সৎকারের খবর জ্ঞাত করে। 'তেল খইল' দিবসে খাদ্য দ্রব্য তিতা স্বাদ করা হয়। তিতা ভাতে আত্মার খাদ্য লালসা থাকে না। মৃত্যুর দশম দিবসে 'ঘাটকামান' ক্রিয়া হয়ে থাকে। 'সারনা' বা 'সারি' ধর্মে মহিলাদের দেহে দশটি দ্বার থাকে। যেমন পায়ুদ্বার, যোনিদ্বার, কর্ণ দ্বার ও মুখ দ্বার ইত্যাদি। দ্বারগুলির মধ্যে যোনিদ্বার অন্যতম। যোনিদ্বারে জীবের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। কুড়মি আত্মা যোনি দ্বারে প্রবেশ করেনা, অর্থাৎ আত্মা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। হিন্দু ধর্মে মৃত্যুর পর আত্মার জন্ম হয়। হিন্দু

ধর্মে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর বাদ আছে। মৃত্যুর একাদশ দিবসে পিন্ডদানের মাধ্যমে ভোগ লালসা মুক্ত হয়ে আত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হয়। আত্মা মোক্ষ লাভ করে। কৃষিজ ফসল যব প্রথম উৎপন্ন হয়। পরবর্তী সময়ে ধান ও বিভিন্ন প্রকার তৈল জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। যব, আতব চাল, ঘৃত, দুগ্ধ ও মধু দিয়ে পিন্ড তৈরী করা হয়। আমাদের অখন্ড ভারতবর্ষে আজিবীক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, বৈষ্ণব, মাতুয়া সারনা, সারি ধর্মের অধিবাসীদের বাসস্থান। সর্ব ধর্ম সমন্বয় এই ভারতবর্ষ। সকল ধর্মের মানুষরা আত্মায় বিশ্বাস করে। সব ধর্মের মানুষ আত্মার শান্তির জন্য সমবেতভাবে শ্রদ্ধার সাথে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ও প্রার্থনা করে। কিন্তু হিন্দু ধর্মে ব্যতিক্রম দেখা যায়। হিন্দু ধর্মে আত্মার স্বর্গ প্রাপ্তি আছে ও আত্মার পুনর্জন্ম আছে। হিন্দু ধর্মে আত্মার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে দুটো পদ্ধতিতে। হিন্দু ধর্ম গঠিত হয় বেদ, উপনিষদ ও গীতার আদর্শ নিয়ে। হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তি বেদ, উপনিষদ ও গীতা। হিন্দু ধর্মে আত্মার পুনঃ পুন জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে। এইভাবে কয়েক বার জন্ম, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবের ইহলোকের সঞ্চিত পাপ খন্ডন করে জীবের স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল আর্যদের একটি অংশ পুরোহিত সম্প্রদায় পিন্ডদানের মাধ্যমে মন্ত্রপুত করে জীবের আত্মাকে সরাসরি স্বর্গলোকে পাঠিয়ে দেয়।

স্বর্গলোকের অবস্থান আমাদের জানা অবশ্যই প্রয়োজন। ভূপৃষ্ঠের উপরে বায়ুমন্ডলের অবস্থান। তার উপরে মহাকাশ। সেখানে সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রের ছড়াছড়ি। বিজ্ঞানের অবদানে মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিভিন্ন সময়ে পদচারণা করেছে, মহাকাশচারীরা আকাশ ও মহাকাশে পদচারণা করেছেন। তাঁরা কিন্তু স্বর্গলোকের অনুসন্ধান পায়নি। তার অর্থ স্বর্গ বা স্বর্গলোক বলে কিছু নেই। আর্য ঋষিদের কল্পিত ধারণা মাত্র। তর্কের খাতিরে স্বর্গের অবস্থান থাকলে ঐ স্বর্গ পৌঁছানো যায় দুরকম ভাবে। প্রথমতঃ আত্মার জন্মান্তর বাদে আত্মার পুনঃপুনঃ বা বারবার জন্ম ও মৃত্যু দিয়ে ইহলোকের পাপ পূণ্য মোচন করে আত্মা স্বর্গলাভ করে। ইহাতে আত্মার স্বর্গ প্রাপ্তি বেশী সময় লাগে কিন্তু কোন টাকাকড়ির খরচ হয় না। দ্বিতীয়তঃ

শ্রাদ্ধ নামক অনুষ্ঠানে পুরোহিত মারফৎ মন্ত্রপূত ও পিন্ডদানের মাধ্যমে আত্মা অতি দ্রুত স্বর্গ প্রাপ্তি লাভ করে। আত্মার এই স্বর্গ প্রাপ্তিতে সময় লাগে কম, কিন্তু খরচবরচ বেশী। মৃত ব্যক্তির উত্তরসূরী শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে নিজে নিঃস্ব হয়ে তারই শ্রাদ্ধ ঘটে। একবিংশ শতাব্দীর মানুষের প্রশ্ন জাগে ঐ আত্মপরিত্রাতা কি স্বর্গ দেখেছে, না আত্মার সুখভোগ করতে দেখেছে? উত্তর মিলবে কিছুই না। মন শান্তি, নিজে নিঃস্ব হয়ে মনোশান্তি এই ধারণা কুড়মি সমাজে আবহ প্রবাহমান। কুড়মি আত্মা স্বর্গভোগ করে না। সরাসরি পরমাত্মায় বিলীন হয়। ইহা কুড়মিদের বিশ্বাস।

কুড়মি সংস্কৃতি

মানুষের প্রধান অঙ্গ হল হৃৎপিন্ড। ইহার মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল করে। হৃৎপিন্ডে রক্ত চলাচল বন্ধ হলে মানুষটি মারা যায়। ঠিক তেমনি জাতির প্রধান অঙ্গ হল তার সংস্কৃতি বা কালচার। সংস্কৃতি বা কালচারের মৃত্যু হলে জাতিটি ও মারা যাবে। জাতির সাথে কালচারের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কুড়মিদের বারো মাসে তেরো পার্বন বা পরব লেগেই থাকে। যেমন —

১) যাতরা পরব : কৃষি কার্যকে বেন্দ্র করে কুড়মি কালচার গড়ে উঠেছে। যাতরা বা 'হাল পুন্যা' একটি বৎসরের প্রথম পরব। পয়লা মাঘ দিনটি 'হাল পুন্যা' দিন নামে উদযাপিত হয়ে থাকে। এই দিনটিতে সূর্য্যের উত্তরায়ন পথ পরিক্রমা শুরু হয়। এই দিনটিতে গরাম পূজাও হয়ে থাকে। কুড়মি কৃষিজীবনে জেনেছিল, কোন বস্তুর সৃষ্টির জন্য একটি পুরুষ শক্তি ও অপরটি স্ত্রী শক্তির প্রয়োজন। উভয়ের মিলন ব্যতিরেকে সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই নিয়ম বিজ্ঞান মেনে চলে। কৃষিজীবি কুড়মি এই পুরুষ শক্তিটিকে 'বুড়হাবাবা' ও স্ত্রীশক্তিটিকে 'মাহামাঁঞ' বলে অভিহিত করে। 'বুড়হাবাবা'কে শিব বা মহাদেব বলা হয়। তবে এই শিব বা মহাদেব আর্যসৃষ্ট মনুষ্য আকৃতি জটাধারী কৈলাশের ভস্মমাখা শিব নহেন। ইনি হলেন প্রাকৃতিক নিরাকার, বিশ্বাসে অস্তিত্ব পুরুষ প্রকৃতি বুড়াবাবা। এই নিরাকার বুড়াবাবার সৃষ্টি, আর্যসৃষ্ট মহাদেবের এক হাজার বৎসর পূর্বে। মনে রাখতে হবে কুড়মি সভ্যতার মহাদেব ও আর্যসভ্যতার মহাদেব এক নয়, সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটো মহাদেব। কিন্তু বর্তমানে আর্যদের আগমনে ও তাঁদের আগ্রাসন নীতিতে কুড়মিদের মহাদেব বিলীন হতে চলেছে। ইহা কোমর ভাঁগা কুড়মিদের দুর্ভাগ্য।

কুড়মিরা মনে করে 'মহামাঁঞ' স্ত্রী জাতীয় প্রকৃতি মাতা। হালের ফলা পুরুষ শক্তি এবং ধানী জমি স্ত্রী প্রকৃতির। যোনিতে ঘর্ষনে জীবের সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট জীবের বাঁচার জন্য তাপ ও আলোর প্রয়োজন হয়। তাপ ও আলো সূর্য প্রদান করে। সেইজন্য কুড়মিরা সূর্যকে 'ধরম ঠাকুর' বলে। সূর্য থেকে সৃষ্টি সারনা ধর্ম। সত্য থেকে সৃষ্টি সারি ধর্ম। কুড়মিরা সারনা ও সারি ধর্মের জনগোষ্ঠী। বেঁচে থাকার জন্য শ্বাসকার্য অর্থাৎ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এই অক্সিজেন বায়ুমন্ডলের একটি উপাদান। সেইজন্য কুড়মিরা বায়ুমন্ডলকে 'বাঘুত ঠাকুর' বলে। সৃষ্ট জীবের

বাঁচার জন্য আর একটি উপাদান জল প্রয়োজন। জল ছাড়া জীবন বাঁচে না। সেইজন্য জলকে 'বানসিং ঠাকুর' বলে। সম্মিলিত ভাবে 'বুড়াবাবা', 'মহামাঁঞ', 'ধরমঠাকুর', 'বাঘুত' ও 'বানসিং' ঠাকুরকে একত্রে 'গরাম ঠাকুর' বলা হয়। পঞ্চ শক্তির রূপকে 'গরাম ঠাকুর' বলে। 'গরাম ঠাকুর' হলো কুড়মিদের লোগো। উহা গৈরিক বসনে উদিত ভানু রূপে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। কৃষিকাজের প্রারম্ভে, শুভ কাজে, কোনো আন্দোলনে 'জয় গরাম' বলে কুড়মিরা জয়ধ্বনি দেয়।

পয়লা মাঘে যথারীতি কুড়মি নেগাচারে বাড়ীর পুরুষ সদস্য গবাদি পশু গরু বা কাড়ার হালে ধানী জমিতে আড়াই পাক মাটি কর্ষণ করে কৃষিকাজের সূচনা করে। কুড়মিরা মনে করে দেহ মধ্যে 'কুলকুণ্ডলিনী'র অবস্থান। হালের আড়াই পাক মাটি কর্ষণে 'কুলকুন্ডলিনী' জাগ্রত হয়। ঐ 'কুলকুন্ডলিনী' দেহ ও মনকে সুস্থ সবল ও নীরোগ রাখে। পৃথিবী, প্রকৃতি মাতা রূপে কাজ করে।

বর্ষণ ও কর্ষণে সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা হয়ে উঠে পৃথিবী। পৃথিবী সূর্যকে ডানদিক থেকে বামদিকে প্রদক্ষিণ করে। সারি ও সারনাধর্মী কুড়মিরা ঠিক এই ভাবে ডানদিক থেকে বামদিকে হাল চালিয়ে আঁতর কেটে কৃষিকাজের সূচনা করে।

২) চড়ক পরব : 'চড়ক পরব' কৃষি সভ্যতার একটি অঙ্গ। কৃষিকাজের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপন্ন ফসল হল ধান। এই ধান কুড়মিদের উদর পূর্তি করে। চড়ক উৎসবটি উদযাপিত হয়ে থাকে চৈত্র মাসের ১৬ তারিখে। স্থান ভেদে এই মাসের যে কোনো দিন এই উৎসব হতে পারে। কুড়মিদের ধারণা ও বিশ্বাস ঐ তারিখ কুড়মি সমাজের আদি দেবতা বুড়াবাবার জন্মদিন। ফি বছর কুড়মিরা এই দিনটি পালন করে থাকে। তার জন্মদিনে তার মন্ডপে ঢাকের বাজনা বাজে। এই প্রথাটি আজ অবধি কুড়মি জাতি অনুসরণ করে আসছে। শিশু ভূমিষ্ট হলে আঁতুড় ঘরের উপস্থিত মহিলাবৃন্দ চাল ঢাড়াই বা শব্দ উৎপন্ন করে। বিজ্ঞান প্রসূত জ্ঞানে বলে ঐ চাল ঢাড়া শব্দ ভূমিষ্ট শিশুর প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ শিশুটি কালা, কানা, খোড়া, বোবা, মৃত, ইত্যাদি জানা যায়। আঁতুড় ঘরে শিশুর নাড়ী পোঁতা হয়।

চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে সূর্যের উত্তরায়ন গতিপথে অবস্থান। কুড়মি জাতি বিভিন্ন প্রকার ধানের মধ্যে যেগুলির অঙ্কুরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলোকে আলাদা করে। অঙ্কুরিত হওয়ার ধানগুলিকে মন্ডপের ধূলা মাখিয়ে আগামী মরশুমে বপনের জন্য সংরক্ষণ করে। ধানে আঁকুর হওয়ার গুন জেনে তারা আনন্দে মেতে উঠে। এই আনন্দ থেকে ছৌ নৃত্যের সৃষ্টি।

৩) রহিন উৎসব বা পরব : উৎসবটি উদযাপিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখে। সূর্যের উত্তরায়ন পরিক্রমা শেষ। আকাশে মৌসুমী বায়ুর আনাগোনা। কুড়মি জাতি এই সময়টিকে ধানবীজ বপনের উপযুক্ত সময় বলে মনে করে। কুড়মিরা ধানবীজের অঙ্কুরিত হওয়ার আশায় ধানী জমির শুকনো মাটিতে ধানবীজ বপন করে। প্রতিষেধক হিসাবে রহিন ফল ভক্ষণ করে। ধানী জমি থেকে শক্ত ঢেলা মাটি (রহিন মাটি) বাড়ীতে আনে। কুড়মিদের 'রহিন মাটি' অতি পবিত্র। শুভ কাজে ও উৎসবে গঙ্গা মাটির পরিবর্তে রহিন মাটি ব্যবহার করে।

৪) অম্বুবাচী : আষাঢ় মাসের সাত তারিখ এই উৎসব হয়ে থাকে। কুড়মিদের বিশ্বাস এই তারিখ প্রকৃতি মাতা বসুন্ধরা ঋতুমতি হয়ে থাকে। ঋতুমতি হওয়ার অর্থ প্রকৃতি মাতার যোনিতে সৃষ্টির সঞ্চার হয়েছে। মাতার যোনিতে আঘাত না দেওয়ার জন্য কুড়মিরা একটা দিন কৃষিকাজ থেকে বিরত থাকে।

৫) জমি তৈরীকরণ :- জ্যৈষ্ঠ বোপিত আষাঢ়ে বাড়ন্ত ধান চারাগুলি রোপনের জন্য আষাঢ়ের শেষ ও শ্রাবণের প্রারম্ভে জলাজমিতে হালের সাহায্যে ধানীজমি কাদা করাকে জমি তৈরীকরণ বলে।

৬) করম পরব (জাওয়া) :- ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশ তিথিতে করম উৎসব উদযাপিত হয়। এই উৎসবে কুড়মি ঘরের কিশোর প্রাপ্তা বালিকাগণ অংশগ্রহণ করে থাকে।

মেয়েরা বৃত্তাকার করম ডালাকে কেন্দ্র করে পরস্পর হাত ধরে করম গান গেয়ে নৃত্য করে। কুমারী মেয়েরা তাদের নতুন জীবনে তাদের ঠাকুমা, দিদা ইত্যাদির কাছ থেকে যৌন বিষয়ক জ্ঞান জেনে ফেলে। তারা উপলব্ধি করে যৌন বিষয়ক জ্ঞান ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয়। সৃষ্টির জন্য স্বামীর সান্নিধ্য অবশ্যই প্রয়োজন। করম ডালাতে কিশোর প্রাপ্ত চারাগাছ গুলিকে করম গানের মাধ্যমে পুষ্ট ধান শীষ উৎপাদনের জন্য যৌন বিষয়ক জ্ঞানগুলি শিখিয়ে দেয়। চারাগাছগুলি যেন পুষ্ট, সবল, মিষ্টি যুক্ত ধানশীষ উৎপন্ন করে। ধানশীষে যেন আগড়া, মথরা, খেঁকড়ি না থাকে। কুড়মিদের সকল পরব বা উৎসবের উৎস সূর্য বা ধরম ঠাকুর। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী, কুড়মি মেয়েরা নিজেকে পৃথিবীর মত আচরণ করে। পুরুষশক্তি সূর্য্যের কিরণে প্রকৃতি মাতা পৃথিবী হয়ে উঠে সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা, সৃষ্টিশীলা কুড়মি রমনী।

৭) জিতা উৎসব বা পরব : ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টম তিথিতে এই উৎসব হয়ে

থাকে। বিধবা, সধবা, প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাবৃন্দ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে। তারা যৌন বিষয়ক জ্ঞানে অভিজ্ঞা তারা কুড়মি নেগাচারে সূর্য্য দেবের কাজে প্রার্থনা করে যেন থোড়াল ধানগাছগুলি পুষ্ট শীষ প্রসব বা উৎপন্ন করে এবং ধানশীষে পুষ্ট, সবল মিষ্টিযুক্ত ধান থাকে। জিতা ব্রতীরা পারিবারিক শান্তি, সন্তান সন্ততিদের জন্য কল্যাণ কামনা, স্বামীদের দীর্ঘায়ু জীবন সূর্য্যদেবের কাছে প্রার্থনা করে।

৮) সাধভক্ষন : 'সাধভক্ষন' অনুষ্ঠানটি আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টম তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় ধানগাছগুলির থোড় অবস্থায় আসে অর্থাৎ ধানগাছে শীষ আগত। ধানগাছের থোড় অবস্থাটিকে ধানগাছের গর্ভাধান বুঝায়। কুড়মি সমাজে গর্ভবতীদের সাধভক্ষণ খাওয়ার রীতি নীতি আছে। কুড়মিরা থোড়াল বা গর্ভবতী ধানগাছগু লকে আপন কন্যা ভাবে। তাই তারা উপাদেয় খাদ্য, চালের গুড়ি ধানগাছগুলির মধ্যে ছিটিয়ে দেয়।

৯) খামার নির্মান উৎসব : আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন এই উৎসব হয়ে থাকে। এইসময় ট্যাঁড় টিকর, বহাল কানালীর ধান পাকতে শুরু করে। তাই ধানগুলির সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই তারা গৃহ সংলগ্ন জমিতে গবাদি পশু দ্বারা লাঙ্গলে কর্ষিত মাটি সমতল করে খামার তৈরী করে। খামারের মধ্যস্থলে থাকে জল ভর্তি ভাঁড়। ঐ ভাঁড়ের জলে কৃষিদেবতা অবস্থান করে। খামারের চারকোণে চারটি ভেলা ডাল প্রোথিত হয় যা কৃষি দেবতাকে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

১০) গো বন্দনা : 'গো বন্দনা' উৎসবটি জ উদযাপিত হয়ে থাকে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে। 'সারি' বা 'সারনা' ধর্মের প্রবর্তক বুড়াবাবা শিবের মর্তে আগমন উপলক্ষ্যে কুড়মিদের এক বিরাট উৎসব। বুড়াবাবাকে অহিরা গান, গোয়াল ঘরের প্রজ্জ্বলিত ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে জাগর অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানানো হয়। ঘরদোর, আঙিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে আঙিনাতে 'চৌক পুরা' হয়। কৃষিকাজে ব্যবহৃত গবাদি পশুর পরিচর্যা সেবাযত্ন ক'টা দিন নেওয়া হয়। তাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার জন্য শরীর ধোয়া, মুছা সাফ করে মাথায় ও শিঙে তেল সিঁদুর দিয়ে কপালে হাতে বোনা ধানের শীষ মোড় রূপে পরিয়ে দেওয়া হয়।

'সারি' বা 'সারনা' ধর্মের আদর্শ বা গুন স্বত্তঃ রজঃ ও তমঃ এই তিনগুনের প্রতিকৃতি মৃন্ময় বাড়ীর দেওয়ালে, বিভিন্ন মাটির লেপনে দেওয়ালের নিচ থেকে উপরে পরপর সাদা, লাল ও কালো রঙের পাড় অঙ্কন থাকে। এই তিনটি গুন সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত। সত্তঃ গুনের অর্থ হল আত্মা, রজঃ গুনের অর্থ হল সৃষ্টি বা প্রাণ ও তমঃ গুনের অর্থ হল দেহ। সারি ধর্মের তিনটি গুন বা নিদান কুড়মি বধু অজান্তে

দেওয়ালে অঙ্কন করে ও সর্বদা নিজ ধর্মে অবিচল জাগ্রত থাকে। প্রতিপদ দিবসে গরয়া পিঠা দিয়ে বুড়াবাবাকে উৎসর্গ করা হয়। পরব কটা দিন কুড়মি সম্প্রদায় সকলে আনন্দে মেতে উঠে। গবাদি পশুকে খুঁটিতে বেঁধে নাচানো হয়। আমরা সবাই খুশি 'বাঁদনা পরবে'।

১১) ডেনি আনা উৎসব : অগ্রহায়ন সংক্রান্তিতে কুড়মিদের দুটো উৎসব একই দিনে হয়ে থাকে। পুরুষ সদস্যবৃন্দ ধানী জমি থেকে তিনটি বা পাঁচটি ধানের গাছ একত্রে বেঁধে খামারের ধান পালুয়ে যত্ন সহকারে রেখে দেয়। ইহাকে 'ডেনি আনা' উৎসব বা 'বেনী আনা' উৎসব বলে।

১২) টুসু থাপন : ঐ দিনে কুড়মি মেয়েরা বাঁশ নির্মিত সূর্যের মতো গোলাকৃতি ডালাতে গোবর ও মাটি দিয়ে ভর্তি করে, তারপর ঐ ডালিতে পাকা পুষ্ট ধান শস্য বুনে দেয় এবং ঢাকনা দেয়। এই প্রক্রিয়াটিকে 'টুসু থাপন' বলে। টুসু থাপনের পরের দিন থেকে রোজ আলো আঁধারী সন্ধ্যায় তারা ডালার চারপাশ ঘিরে টুসু গান গেয়ে নৃত্য করে।

১৩) মকর সংক্রান্তি : পৌষ মাসের শেষ দিনটিকে 'মকর সংক্রান্তি' বলে। এই দিনটিকে পৌষ সংক্রান্তিও বলা হয়। মকর সংক্রান্তির তিনদিন পূর্বে কুমারী মেয়েরা ডালার ঢাকনা খুলে দেখল, ধানে আঁকুর ধরেছে অর্থাৎ ধান ঋতুমতী হয়েছে। এই দিনটিকে কুড়মিরা 'আঁউড়ি' বলে। ধানের আঁকুরের দ্বিতীয় দিনটিকে 'চডিড়ি' ও তৃতীয় দিনটিকে 'বডিড়ি' বলে। ধানের আঁকুর হওয়ার শেষ দিনটিকে 'মকর' বলা হয়। সৃষ্টির মূল উৎস ঋতুমতি হওয়া। কুড়মিদের নিজেদের জীবনের প্রতিচ্ছবি ধানের মাধ্যমে প্রকাশ পাই। ঐ দিনটিতে তারা সাজুগুজু করে ও বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিকর উপাদেয় খাদ্য খেয়ে আনন্দ উপভোগ করে। কুড়মি দর্শনে বলে মকর সংক্রান্তিতে সূর্যের দক্ষিণায়ন পথ পরিক্রমা শেষ হয় ও উত্তরায়ন পথ পরিক্রমা শুরু হয়। এই যৌথ সন্ধিক্ষণে সৃষ্টির জন্য ধানের স্বামী মিলনের অবশ্যই প্রয়োজন। ধান স্ত্রী জাতীয় প্রকৃতি সৃষ্ট বস্তু। সেইরূপ প্রকৃতি জাত পুরুষধর্মী জল বা কোন জলাশয়। ধানের আঁকুর হওয়ার জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন। এখানে স্ত্রী ধানকে পুরুষ জলের মধ্যে পুঁতে দেওয়া। ধানের শ্বশুরঘর কোনো জলাশয় ও জল তার স্বামী। আগামী মরশুমে ধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সৃষ্টি ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ধান বীজের স্বামী মিলন বা কোনো জলাশয় অবশ্যই প্রয়োজন। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে কৃষি সভ্যতার সৃষ্ট ধান বীজ মানবী কন্যা টুসুতে পরিণত। কুড়মি দর্শনে কোনো মূর্তি পূজা, আরাধনা নেই। মানবী কন্যা টুসু কোমর

কুড়মালি ভাষা

পূর্ণাঙ্গ জাতিতে পরিণত হতে হলে সেই জাতির সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, লিপি ও ধর্ম অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। কুড়মি জাতির নিজস্ব ভাষা হল কুড়মালি ভাষা, ইহা কুড়মিদের মাতৃভাষা। কুড়মালি ভাষা দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের একটি সদস্য।

নতুন প্রস্তর যুগে কুড়মি জাতি আরণ্যক জীবন পেরিয়ে প্রথম মেহেরগড় অঞ্চলে বসবাস ও কৃষি সভ্যতার বিকাশ সাধন ঘটায়। কুড়মি জাতির ক্রম বিবর্তনের অনেক দিন পরও কুড়মি ভাষার কোনো পাঠ্য পুস্তক পাওয়া যায়নি। সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়ার জন্য। তবে কথ্যগীতি, কথ্যভাষা, জনশ্রুতি, লোকাচার লোককাহিনী ইত্যাদির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে কুড়মি ভাষার পরিচয়।

কুড়মালি ভাষা উদ্ভবের পর সুদীর্ঘ সময় ধরে অলিখিত অবস্থায় লোকমুখে, কথ্যগীতে, করম ও বাঁদনা গীতে এই ভাষার অবস্থান। শক্তিশালী ভাষা বাংলা, হিন্দী ভাষার চাপে ও সরকারী উদাসীনতাই ও রাজনৈতিক কারণে এই ভাষার আত্মপ্রকাশ ঘটেনি।

ভাষাবিদ গ্রিয়ারসন কুড়মালি ভাষাকে কথ্যভাষা ও পূর্ব মাগধী বলেছেন। ইংরেজ ভাষাবিদ শ্রী এইচ কুপল্যান্ড সাহেব মানভূম ডিস্ট্রিক গেজেটে কুড়মালি ভাষাকে কথ্যভাষা বলে উল্লেখ করেছেন। কুড়মি সভ্যতার নিরীখে কুড়মালি ভাষা একটি স্বতন্ত্র, পূর্ণাঙ্গ প্রাচীনতম ভাষা। ভারতবর্ষে মোট প্রধান ভাষার সংখ্যা বাইশটি, কিন্তু প্রচলিত ভাষা ১৬৫২টি, তাদের মধ্যে কুড়মালি ভাষা একটা হতে পারে। ভাষার শব্দ ভান্ডার হল ঐ ভাষার প্রাণ। শব্দ ভান্ডারের মাধ্যমে একটি ভাষা অপর ভাষা থেকে স্বতন্ত্র ও আলাদা হয়ে পড়ে। প্রাক্ আর্য যুগে আরণ্যক পরিবেশে উদ্ভূত মৌলিক কুড়মালি শব্দভান্ডার আজও লোককথা লোককাহিনী ও গীতে তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু কিছু কুড়মালি ভাষার শব্দ ও তার বিশেষ অর্থ সন্নিবেশিত করা হল।

কুড়মালি ভাষার শব্দ	বিশেষ অর্থ
১। গরাম	কুড়মিদের আদি দেবতা
২। জহার	সম্বন্ধসূচক শব্দ

৩।	মকর	কুড়মি সমাজে সৃষ্টির উৎসব
৪।	করম	কুড়মি সমাজে সৃষ্টির উৎসব
৫।	জইড় গাছ	অশ্বথ গাছ
৬।	কাড়া	মহিষ
৭।	ঠার	আদিবাসীদের ডাক
৮।	আঁগাশ	অগ্ন্যাশয়
*	ফফস	ফুসফুস
৯।	এড়ি	পায়ের গোড়ালী
১০।	মুড়	মাথা
১১।	রকত	রক্ত
১২।	লাইবুকু	নাভিমূল
১৩।	টেহনি	কনুই
১৪।	জুড়িটাঁগাড়ি	সমবয়সী
১৫।	আগু ছামু	সম্মুখ স্থানে
১৬।	মাঘ মাস	কর্ম বিরতি
১৭।	লিহিচিহি	সূর্য ডুবু ডুবু
১৮।	আড়বেলা	বিকেল
১৯।	আঁদগচ	কর্মে ব্যস্ততা
২০।	চালচুগুল	পরনিন্দা, পরচর্চা
২১।	মুড়পুচকা	দায়িত্ব মুক্ত
২২।	লুসুপুসু	বেশী আদর
২৩।	আতাহুলা	উপায়হারা
২৪।	গহলঘসড়	রোগে ভোগা
২৫।	ছহি উঠা	জনরব
২৬।	টুয়ালাগা	খোঁজ পাওয়া
২৭।	ইঁড়কা ধরা	ছেলে ধরা
২৮।	পিঁধা	পরা
২৯।	মেমা	ছাগলের ডাক
৩০।	সনসন ভনভন	সাপেরডাক ও মাছির ডাক

৩১। খপরি	মাথা
৩২। বাঁহি	হাত
৩৩। কাওয়া	কাক
৩৪। গেধি	ঘিলু
৩৫। খুকড়া	মুরগী
৩৬। খুঁখড়া ডাক	শেষ রাত্রি
৩৭। হুড়গুতা	উত্তেজিত করা
৩৮। টেটেবেঝে	কাজে বাধা
৩৯। আঁধেমুধে	যত্রতত্র
৪০। অহিবিকলি	অস্থিরতা
৪১। খসা খহড়া	হেপাজত
৪২। হাথ লুড়কি	সহায়ক
৪৩। ভরখরি	পূর্ণাঙ্গ
৪৪। কামপাইট	কাজকর্ম
৪৫। আহুট পাহুট	অস্বস্তিবোধ
৪৬। উরবকালী	মোকাবিলা
৪৭। বাওবিশুল	পাগলের মতো
৪৮। গাতাগুম	ভ্রুক্ষেপ না করা
৪৯। অগল দিগল	কাজে ব্যস্ততা
৫০। অগরবেস্ত	ব্যস্ত
৫১। ঠুলি	ঢাকনা
৫২। ঢকরা	পেট বসে যাওয়া
৫৩। ঠুঁঠা	আঙ্গুল নষ্ট
৫৪। ডভা	ছোট জলাশয়
৫৫। কঁকা	বোবা
৫৬। চেঁদরা	বিরক্ত করে যে
৫৭। ঝরক	তাপ
৫৮। ভকওঁড়	হাবাগোবা
৫৯। সুপতি	
	পায়ের পাতা

৬০।	লুগা	কাপড়
৬১।	গিদর	ছেলেমেয়
৬২।	লেদড়পস	সংসারে অভাব
৬৩।	অধন	ভাতের জন্য জল
৬৪।	পিঁদাড়	ঘরের পিছন দিক
৬৫।	ডহর	মেঠো রাস্তা
৬৬।	গড় লাগি	প্রণাম করা
৬৭।	খরখসা	অমসৃন
৬৮।	বুড়চু	কোমরে ছোট কাপড়
৬৯।	চাঁড়চাঁড়	তাড়াতাড়ি
৭০।	অনা	কান পেতে শোনা

কুড়মালি ভাষাতে লিঙ্গ পরিবর্তন

১। র-কারান্তে শব্দের শেষে ইন যোগ করিয়া স্ত্রী লিঙ্গ গঠিত হয়। যেমন- কামার-কামারিন, ভাতার - ভাতারিন।

২। কিছু স্ত্রী লিঙ্গ শব্দ তাদের পুংলিঙ্গ হয়না। যেমন- ডাকিন, যুগিন, ভূত ইত্যাদি।

৩। আ-কারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে র যোগ হয় ও আকার লুপ্ত হয়। যেমন- খুকড়া, খুকড়ি, চেপা, চেপি ইত্যাদি।

৪। কুড়মালি ভাষাতে অনেক পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে অন্য বা ভিন্ন শব্দ হয়।

	পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
১।	বাপ	মাঞে
২।	নর	মাদী
৩।	মরদ	মেহেরালু
৪।	কাড়রু	সাঁঢ়ারু
৫।	সাঁড়া	কাটুইল বা ঢাইড়
৬।	শালা	সরোজিন
৭।	হাল্যা	গাই
৮।	বর	কন্যা

৯।	সাটু ভাই	শালি বা ঠাকুরজী
১০।	ভাসুর	জেঠানী
১১।	বহনই	বহিন
১২।	মরদ	জেনি

কুড়মালি ভাষার ব্যাকরণ

১) বিশেষ্য পদের উচ্চারণ 'ও' কার 'অ' কার উচ্চারণ হয়। যেমন বাংলা ভাষা লোক থেকে লক, ঘোড়া থেকে ঘড়া কুড়মালি শব্দ হয়েছে।

২) বাক্যের প্রথমে এই, ঐ, ওটা থাকলে ই, উ, উটা হয়। বাক্যে নয় বুঝালে বাক্যের শেষে বঠে, লহে যুক্ত হয়। বাংলা ভাষায় এই বইটা আমার। কুড়মালি ভাষায় ই বইটা হামার বঠে।

৩) বাংলা ভাষার সর্বনামের আমি ও আমার শব্দগুলির আদিতে কুড়মালি ভাষাতে হ উচ্চারণ হয়। যেমন- বাংলাতে আমরা যাব না। কুড়মালিতে- হামরা নাঞ যাব।

৪) কুড়মালি ভাষার বহুবচনে- গিলা ও গা ব্যবহৃত হয়। যেমন- খুখড়ি গিলা ও গরুগা।

৫) কুড়মালি ভাষায় না বাচক বাক্যে ক্রিয়ার পূর্বে নাঞ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৬) বাংলা ভাষার বাক্যে দেওয়া, নেওয়া শব্দ কুড়মালি ভাষায় লেও, দেও শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৭) বাংলা ভাষার সম্মানসূচক শব্দ মহাশয় ও মহাশয়ার পরিবর্তে কি হে, কি বশব্দ ব্যবহৃত হয়।

৮) বাংলা বাক্যে জিজ্ঞাসা বুঝালে কুড়মালিতে ন যোগ হয়। যেমন- রাম খাবেক ন?

৯) ক্রিয়ার মধ্যস্থিত আ উচ্চারিত স্থানে য়া না হইয়া ঞ এবং ঞে হয়। যেমন- দেখিয়াছি শব্দে, দেখেঞে ছিল।

১০) কুড়মালি ভাষাতে অনুনাসিক্য বর্ণের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়।

১১) কুড়মালি ভাষায় সংযুক্তাক্ষর ও রেফ চিহ্ন থাকে না।

১২) ক বিভক্তির প্রয়োগ কুড়মালি ভাষার নিজস্ব সম্পদ। যেমন-নিরমল মাহাতক, পরকিতিক ইত্যাদি।

অন্যান্য ভাষাতে কুড়মালি ভাষার প্রভাব

কুড়মালি ভাষা একটি প্রাচীনতম ভাষা যা সৃষ্টি হয়েছে প্রাক্‌বৈদিক যুগে। চর্যাপদে কুড়মালি ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। চর্যাপদগুলি সৃষ্টি হয়েছে দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল রাজাদের আমলে। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য তারা সচেষ্ট হয়। সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকগণ কুড়মালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদ রচনা করেন বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতাবলম্বী সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ নেপালি লিপিতে। চর্যাপদের রচনা কাল দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। দশম শতাব্দী বা তার পূর্বে মাগধী অপভ্রংশ থেকে সবেমাত্র বাংলা ভাষা নিজস্ব রূপ পেয়েছে, এই সময় অপরিণত বাংলা ভাষার চর্যাপদগুলি রচিত। সেইসময় বাংলা ভাষায় শৌরসেনী, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের প্রভাব ছিল।

পালযুগে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়। তাছাড়াও পালযুগে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়। মূলতঃ মাগধী ও অপভ্রংশের লোক মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটে।

মাগধী ও অপভ্রংশের লোকমুখের ভাষায় বাংলা ভাষার জন্ম। সদ্য মুকুলিত বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদ। মাগধী ও অপভ্রংশ ভাষা দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্গত। কুড়মালি ভাষা দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের সদস্য। উৎপত্তির দিক দিয়ে কুড়মালি ভাষা বাংলা ভাষা থেকে অনেক প্রাচীন। কুড়মালি ভাষার অনুনাসিক্য বর্ণগুলির প্রয়োগ চর্যাপদগুলিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া ক বিভক্তির সর্বনাম, ধাতু, ক্রিয়াপদ ও লিঙ্গ প্রভৃতির প্রয়োগ চর্যাপদুলিতে দেখা যায়। ন শব্দটি কুড়মালি ভাষার সম্পদ। ইহার প্রয়োগ চর্যাপদে দেখা যায়। তাছাড়া কুড়মালি ঝুমুরের গঠন, সুর তাল, চর্যাপদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত। চর্যাপদের ভাষা ও ভাবার্থ জনগণের নিকট অতি দুর্বোধ্য ঠিক কুড়মালি ভাষার মতো। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মূলতঃ মানভূম, শিখরভূম ও উড়িষ্যার গ্রাম্য কথ্য ভাষা নিচে রচিত। এই ভাষাতেও প্রচুর পরিমানে কুড়মালি ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

তাছাড়াও বৈষ্ণবপদাবলী, রবীন্দ্রনাথের ভানু সিংহের পদাবলী প্রাক্ আর্য যুগের ভাষা কুড়মালি ভাষা অন্যান্য ভাষাকে তার শব্দভান্ডার ছন্দ দিয়ে সমৃদ্ধি করেছে।

কুড়মালি লিপি

ভাষার একটি উপাদান হল লিপি। সিন্ধু সভ্যতার শীলমোহর গুলি থেকে সিন্ধু লিপির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা হল দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের কুড়মি জনগোষ্ঠী সমূহ। সিন্ধু সভ্যতাতে প্রচুর পরিমানে শীলমোহর পাওয়া গেছে। শীলমোহরগুলিতে পশুপাখির মূর্তি, গাছ পাঁতার বিভিন্ন প্রকার নক্সা, বৃক্ষ পূজা, পশুবলির চিত্র, বসে থাকা ষাঁড়ের মূর্তি, ষাঁড়কে নিয়ে শোভাযাত্রা, ষাঁড়ের গায়ে বিভিন্ন প্রকার ছাপ, সমবেত নারীর নৃত্যানুষ্ঠান ও শিকারের চিত্র দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিদগণ শীলমোহরগুলিতে গোষ্ঠী চিহ্ন ও টোটেমিক প্রতীক দেখতে পেয়েছেন এবং শীলমোহর গুলির সৃষ্টিকর্ত্তা হল দ্রাবিড় জাতীয় জনগোষ্ঠী। বর্তমানে শীলমোহরের প্রতীকগুলি কুড়মি সমাজে দেখা যায়। বাঁদনা পরবে গরু খুঁটার মাধ্যমে, সমবেত নারীদের নৃত্যানুষ্ঠান করম ব্রতী জাওয়া অনুষ্ঠান সিন্ধু লিপির কথা মনে পড়ে। বাঁদনা পরবে মৃন্ময় বাড়ীগুলোর দেওয়াল অলঙ্কৃত থাকে বিভিন্ন লতাপাতার গাছগাছালির নক্সা। আষাঢ় মাসে বৃক্ষ মূলে গরাম পূজা, গোঁসাই পূজা, গোষ্ঠী পূজাগুলি সিন্ধু লিপির সাক্ষ্য বহন করে।

কুড়মালি ভাষায় মাস, বার ও তিথি

এক বছরে বারোটি মাস ও প্রতি মাসে সাতটি বার থাকে। পয়লা মাঘ থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়। বাংলা ভাষার মাঘ মাসটিকে জাড় মাস বলা হয়। সোমবার বারকে চাঁদ বার, মঙ্গলবারকে খরবার, বুধবারকে হ বার, বৃহস্পতিবারকে ডিনিবার শুক্রবারকে ভুড়কাবার, শনিবারকে ভাঁগা বার আর রবিবারকে বেরাবার বলে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা :

জাড় মাস (মাঘ মাস)

১ লা মাঘ-আখান যাতরা, হাল পুনহ্যা ও গরাম পূজা।

২২ শে মাঘ পুরনিমা।

২৫ শে মাঘ চানকু মাহাতক জনমদিন।

মধু মাস (ফাল্গুন মাস)

৫ ই ফাল্গুন বুঢ়া বাপেক বিহা। ৮ ই ফাল্গুন মাঞ ভাখি দিন। মধু মাস (চইত মাস)

১৬ ই চইত- ঢাকে খাড়ি। ২৪ চইত-ফলহার। ২৯ চইত-উপাস, জাগননা। ৩০ চইত-ভগতা ঘুরা। ২১ চইত- রঘুনাথ মাহাতক সহিদ দিন।

বইসাখ বা খরা মাস

১ লা বইসাখ তেল হইলদা। ৬ ই বইসাখ আমাস। ৭ ই বইসাখ বিচ পুইনহা। ৩১ শে বইসাখ - চানকু মাহাতক সহিদ দিন।

জেঠ মাস বা খরা মাস

২২ শা জেঠ দাঁত গিজড়া। ২৩ শা জেঠ হাইভাত। ২৪ শা জেঠ কুহ ভাত।

আসাড় বা বেরসা মাস

১ লা আসা রজসলা উচরেন। ৭ ই আসাড়- আমাবতি।

সরাবন বা বেরসা মাস

১৬ ই সরাবন গবিনদ-চুনারাম-গকুল সহিদ দিন।
১৮ ই সরাবন খুদিরাম মাহাতক জনমদিন।
২২ শা সরাবন- নিরমল মাহাতক সহিদ দিন।
২৩ শা সরাবন- আদিবসকইত দিন।

ভাদর বা করম মাস

১ লা ভাদর মনসা পূজাক পাননা, করম নাচ উচরেইন।
৩১ শে ভাদর ছাতা পরব।

আসিন বা করম মাস

৬ই আসিন করমেক সঁজত। ৭ ই আসিন করম পরব। ৮ ই আসিন করমেক পাননা।

কাততিক বা মাইসর মাস

২৪ শা কাততিক তেল দেউআ। ২৫শা কাততিক ঘাউআ। ২৬ শা কাততিক :- গঠ পূজা ও গাই জাগা। ২৭ শা কাততিক গরইআ পূজা। ২৪ শা কাততিক গরু খুঁটা। ২৯ শা কাততিক গুঁড়ি বাঁদনা। ৩০ শা কাততিক কাঁটা কাড়হা।

আঘন বা মাইসর মাস

৩০ শা আঘন- ডিনি সাঁকরাইত ও টুসু থাপন।

পুস বা জাড় মাস

৫ ই পুস- সিসটিধর কেটিআরেক জনমদিন। ৭ ই পুস- নিরমল মাহাতক জনম দিন। ২৬শা পুস-অভিড়ি। ২৭ শা পুস-চাঁউড়ি। ২৮শা পুস-বাউড়ি। ২৯ শা পুস-মকর।

৪। কুড়মালি দর্শনে ধর্ম : নতুন প্রস্তর যুগে আরণ্যক জীবনে কুড়মি জনগোষ্ঠী দলবদ্ধভাবে গুহায় বাস করত। আরণ্যক জীবনে তাদের সঙ্গী সাথী, হিতমিতান ছিল হিংস্র জন্তু, বিভিন্ন প্রকার গাছ-গাছালি, পশু পাখী ইত্যাদি।

দিনের বেলা তারা আকাশে ঝুলন্ত গোলাকার সূর্য্যকে দেখতে পেত, রাত্রিবেলা আকাশে চাঁদকে দেখতে পেত। সূর্য্য তাদের আলো ও তাপ বিতরণ করে। রাত্রিবেলা চাঁদের আলো পারিপার্শ্বিক বস্তু সমূহকে দেখতে সাহায্য করে। প্রকৃতিতে তারা বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর ও গাছ-গাছালির জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যু দেখে অবাক হত। জীব জন্তুর জন্ম, মৃত্যু কোন এক অজানা অদৃশ্য শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়, এইরকম ধারণা তাদের মনে উদিত হয়। এই অদৃশ্য শক্তিকে তারা নাম দিল বুড়াবাবা, শিব। এই বুড়াবাবা একটি সহজ, সরল, মৌলিক, বাস্তব বিশ্বাস প্রচলন সৃষ্টি করলেন। কুড়মিরা মনে করে বিশ্বাস থেকে ধর্ম সৃষ্টি হয়। ভয়থেকে ভক্তি, ভক্তি থেকে ধর্ম সৃষ্টি হয় এটা তারা মানতে রাজী নয়। বুড়াবাবা কর্তৃক সৃষ্ট ধর্মকে সারি ধর্ম বলে। সারি ধর্মকে আবার অনেকে সারনা ধর্মও বলে। মূলতঃ সারনা সূর্য থেকে উৎপন্ন এবং যারা সারি ধর্ম অনুসরণ করে তারাকে সারনা বলা হয়। যে স্থানে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করা হয় সেই স্থানটিকে সারনা স্থান বলে। সারি হল বিশেষ্য পদ ও সারনা হল বিশেষণ। সে যাইহোক, সারি বা সারনা ধর্ম সত্য, প্রকৃতি ও বাস্তবের উপর ভিত্তি করে গঠিত। সারি ধর্মকে অনেকে সত্য ধর্ম ও বলে থাকেন। সারি ধর্ম বা সত্য ধর্ম ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ধর্ম।

কুড়মালি দর্শন

কুড়মালি দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব, ঈশ্বর তত্ত্ব, পঞ্চভূত তত্ত্ব আত্মা, পরমাত্মা তত্ত্ব জীবনমুখী ও বিজ্ঞান ভিত্তিক। কল্পনা ও শোষণের কোনো স্থান নেই। সৃষ্টির জন্য পুরুষের শুক্রাণু ও মহিলার ডিম্বানুর বিশেষ প্রয়োজন। শুক্রানু ও ডিম্বানুর মিলনে জীবের সৃষ্টি হয়। ইহা অতি সত্য ও বাস্তব। দেহের কোন অংশ থেকে জীবের সৃষ্টি হয় না। সেইজন্য কৃষি সভ্যতা সৃষ্টিতে বুড়াবাবা ও মহামাঞ এর প্রয়োজন হয়। পঞ্চভূত তত্ত্ব কথা কুড়মি দর্শনে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি উপাদান নিয়ে মানব শরীর গঠিত হয়। দেহ গঠিত হলে ঐ দেহে প্রাণ বা জীবন প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে।

প্রাণ বা জীবন দেহীর দেহটিকে জীবিত রাখে। কোন কারণবশতঃ পঞ্চভূতের ভারসাম্য নষ্ট হলে দেহটি মারা যায় অর্থাৎ জীবন বা প্রাণ মারা যায়। কিন্তু আত্মার মরণ নেই। সারি বা সারনা ধর্মে ঘাট কামানের মধ্য দিয়ে আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়। কুড়মি আত্মা কখনও স্বর্গভোগ করেনা ও আত্মার পুনর্জন্ম ও হয়না।

কুড়মালি দর্শনে তিনটি গুন : মানব দেহে তিনটি গুন বিরাজমান। যথাক্রমে স্বত্তঃ গুন, রজঃ গুন ও তমঃ গুন। স্বত্তঃ গুনের অর্থ হল আত্মা, রজঃ গুনের অর্থ হল প্রাণ বা জীবন ও তমঃ গুন হল দেহ। এই তিনটি গুনের চিহ্ন স্বরূপ বাঁদনা পরবে গৃহের দেওয়ালের নিচ থেকে পরপর তিনটি কাল, লাল ও সাদা রঙের পাড় অঙ্কন থাকে। এই তিনটি রঙ দেহ, প্রাণ ও আত্মার প্রতীক, বা কুড়মি সমাজ চিরকাল স্মরণ করে।

সারি বা সারনা ধর্মে প্রকৃতি জাত গাছ-গাছালিকে দেবতা জ্ঞানে বিশ্বাস করে। সূর্য্য পূজার সময় শালগাছ অভাবে শাল পাতার প্রয়োজন হয়। শ্মশান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় অশ্বত্থ বৃক্ষকে কোলাকুলি করে মৃত ব্যক্তির খবর জানিয়ে দেওয়া হয়। বিহার সময় আমগাছের আম্র পল্লবের মাধ্যমে বর অন্ন খেয়ে থাকে। মাসিক হওয়া কনের বিয়ে মহুয়া কাঠের জোয়ালে হয়। সেইজন্য কুড়মি জাতি অতি প্রয়োজনীয় গাছগুলিকে দেবতা জ্ঞানে দেখে বা বিশ্বাস করে। এই গাছগুলি কুড়মি

নেগাচারে জড়িত থাকে। কুড়মিদের অন্যান্য দেবদেবীর জন্য গোত্র তথা গুষ্টি থেকে নির্বাচিত লায়া বা পূজারী পূজা ক্রিয়া সম্পন করে থাকে। পূজার উপকরণ অতি সামান্য। কেবলমাত্র সিঁদুরের তিনটি দাগ, বেলপাতা, তুলসী পাতা, আতপ চাল, গুড়, ঘি ও মধু।

অনেক ক্ষেত্রে দেবদেবীর পূজার মাধ্যম মন্ত্রের পরিবর্তে সমবেত গান ও নৃত্য। যেমন করম পূজা। অনেক দেবদেবীকে পাঁঠী ছাগল পাঁঠা ছাগল, মুরগী, পায়রা বলি দেওয়া হয়। চড়ক পূজাতে পাঁঠি ছাগলের প্রয়োজন হয়। পাঁঠি ছাগল উর্বরতা ও সৃষ্টির উৎস। কুড়মি পূজাগুলি জীবন ও বাস্তবমুখী।

কুড়মিরা গাছকে দেবতা ভাবে ও বিশ্বাস করে। গাছের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক চেতন বোধ বিদ্যমান। গাছ বা উদ্ভিদগুলি কার্বন-ডাই-অক্সাইড দূষিত গ্যাস শোষণ করে ও শুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাস নির্গত করে বায়ুমন্ডলের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। কুড়মিদের আর একটি উল্লেখযোগ্য দেবতা হল পাহাড় ও পর্বত। ইহা যথেষ্ঠ উঁচু ও পাথর কাঁকর গাছ-গাছালিতে ভর্তি। পাথরে পাথরে ঘষা খেয়ে আগুনের উৎপত্তি, শুকনো ডালে ঘষা খেয়ে আগুের উৎপত্তি হয়। ইহা কুড়মিদের যুগান্তকারী আবিষ্কার। উচ্চতা যুক্ত পাহাড়ে মৌসুমী বায়ু আঘাত প্রাপ্ত হয় তার ফলে বৃষ্টি হয়। তারফলে পৃথিবী হয়ে উঠে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা কুড়মি রমনী।

আরণ্যক জীবনে মহাকাশে ঝুলন্ত গোলাকৃতি বস্তুকে তারা সুরুজ বলে। সুরুজতাদের আলো ও তাপ প্রদান করে। সেইজন্য তারা সুরুজকে দেবতা বানিয়ে 'ধরম ঠাকুর' বলে। কুড়মালি ভাষায় সুরুজকে বেরা বলে। ক্রমান্বয়ে কুড়মি মগজে আসে সৌরজগৎ সকল শক্তির উৎস এই সুরুজ বা বেরা। সুরুজ আলো ও তাপ প্রদান করে। এই তাপ কৃষিকাজে বীজের আঁকুরের সময় বিশেষ কাজে লাগে। সৃষ্টির জন্য পুরুষ শক্তি প্রয়োজন। তাপ প্রদানের জন্য সুরুজ পুরুষ শক্তি সকল শক্তির আধার। অপরদিকে পৃথিবী মাতৃশক্তি। তাই কুড়মিরা প্রাকৃত বস্তু গুলোকে দেবতা বানায়।

একটি উদ্ভিদের বীজ আঁকুর হওয়ার জন্য তাপশক্তি অর্থাৎ শুক্রানুর প্রয়োজন হয়। ধরিত্রীর বা পৃথিবীর মাটিতে অর্থাৎ যোনীতে তাপশক্তি শুক্রাণু পতিত হয়ে জীবের সৃষ্টি করে। এই সৃষ্ট জীবের বৃদ্ধির জন্য বায়ুমন্ডলের অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। তাই কুড়মিরা বায়ুমণ্ডলকে 'বায়ুত ঠাকুর' বলে। সৃষ্ট জীবের বেঁচে

থাকার জন্য আর একটি উপাদান হল জল। সেইজন্য জলকে কুড়মিরা বানসিং ঠাকুর বলে। সারি ধর্মে বৃক্ষ ফড়ে বা আঁকুরে জল ঢালার প্রথা আছে। কিন্তু শিব লিঙ্গে জল ঢালার প্রথা নেই।

কৃষি সভ্যতাতে সমগ্র কৃষিকাজে জগৎ পিতা 'বুড়াবাবা', জন্ম পিতা 'ধরম ঠাকুর', মহামাঞ ধরিত্রী বা পৃথিবী, বায়ুদেবতা 'বাঘুত ঠাকুর' ও জল দেবতা 'বানসিং ঠাকুর'কে একত্রে 'গরাম ঠাকুর' বলা হয়। এবং এই পূজাকে গরাম পূজাও বলা হয়। আরণ্যক জীবনে কুড়মিরা রাত্রিবেলা আকাশে চাঁদ দেখতে পেয়েছিল। রাত্রিবেলা চাঁদ আলো বিতরণ করে ও উহা পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। চাঁদের আবর্তনে তিথিও বর্ষ গণনা শুরু হয় এবং প্রতি আঠাইশ দিন অন্তর অন্তর পূর্ণিমা ও অমাবস্যা হয়ে থাকে। সেইজন্য কুড়মিরা চাঁদকে দেবতা বানায়, আদর করে তারা চাঁদা মামা বলে।

সুরুজ ঠাকুর, চাঁদা মামার প্রত্যহ আরাধনা ও স্মরণ রাখার জন্য দেবতা দুটোর গোলাকৃতি প্রতিকৃতি মাডুলির মাধ্যমে তুলসী মন্ডপে মহিলারা অঙ্কন করে।

একনজরে কুড়মি জাতি

কুড়মি জাতির কোন Identity বা পরিচয় পত্রনেই। তারা হিন্দু ও নয় এবং S.T. ও নয়। কুড়মি জাতি তার জন্ম লগ্ন থেকে বৃটিশ ভারতের ১৯৩০ সাল পর্যন্ত S.T. সম্প্রদায় ভূক্ত জনগোষ্ঠী ছিল। ১৯৩১ সালের পর স্বধীন ভারতে সেই সময় কার ভারত সরকার কুড়মিজাতিকে হিন্দু বানিয়ে ফেলে, হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ও ছোটনাগ পুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের খনিজ ও বনজ সম্পদ অপহরন করার জন্য। কুড়মি জনজাতি প্রাক্‌বৈদিক যুগে ভারতবর্ষের মাটিতে ও ভারত বর্ষের জলবায়ুতে বেড়ে উঠে। প্রাচীন সিন্দু সভ্যতা গড়েছিল খেরওয়াল জনগোষ্ঠী দ্বারা। খেরওয়াল জনগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য কুড়মি জাতি। তারা সকলে মিলে সিন্ধু সভ্যতা গড়েছিল আর্য আগমনের এক হাজার বৎসর পূর্বে। ক্রমান্বেয়ে সময়ের ব্যবধানে, অভিব্যক্তির বা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কুড়মি জনগোষ্ঠী আরণ্যক জীবনে খেরওয়াল জনগোষ্ঠী থেকে মুক্ত হয় এবং সিন্ধু সভ্যতার ধাঁচে ও অদলে কুড়মি সভ্যতা গড়ে তুলে। কুড়মি সভ্যতা প্রাকবৈদিক সভ্যতা বা আর্যযুগের সভ্যতা

একটি পূনাঙ্গ জাতির পাঁচটি অঙ্গ থাকে। যথাক্রমে সেগুলো হল সমাজ গঠন, ঐ জাতির সংস্কৃতি বা কৃষ্টি, ভাষা, ধর্ম ও ঐ জাতির দেবদেবী। একটি অঙ্গ হানি হলে দেহীটি অঙ্গ হানি হয়ে থাকে। সেইরূপ একটির অভাবে জাতিটির মৃত্যু ঘটে। সিন্ধু সভ্যতার অনুকরনে কুড়মি সমাজ গঠিত হয়। মানুষের জৈবিক প্রধান প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। আরণ্যক জীবনে কুড়মিদের পূর্বপুরুষ দেখেছিল উদর ভর্ত্তির জন্য পশুশিকার পশুপালন ও খাদ্য উৎপাদন ক্রিয়া প্রয়োজন। শস্যদানা অঙ্গুরিত হয়ে নতুন চারা গাছ ও তা থেকে নতুন উৎপাদিত শস্যদানা তাদের আহার জুগিয়েছিল। সেই জন্য তারা শস্যদানা উৎপাদন প্রদ্ধতি গ্রহণ করে। ইহা অধিকতর সাশ্রয়ী ও যুগান্তকারী ঘটনা।

প্রাকবৈদিক যুগে কুড়মি জাতি, কুড়মি সভ্যতা সূচনা করে, কৃষি সভ্যতার ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ যেমন হাল, ফাল, জোয়াল, কোদাল ও বাসুবলদ ব্যবহৃত হয়।

আর্যযুগে মনু সংহিতায় উল্লেখ অছে লাঙ্গলব্যবহার আর্যদের কাছে নিষিদ্ধ

বস্তু। সেইজন্য আর্যদের উত্তর সূরী বৃন্দ এখন ও হালের বোঁটাধরেনি। এতে প্রমানিত হয় কৃষিবিপ্লব প্রাক আর্যযুগের কুড়মি জনগোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্টি।

Germination অর্থাৎ শস্যদানা অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়া কুড়মি মেয়েদের কৃতিত্ব এবং ঐ ক্রিয়া তারা এখনও বহন করে আসছে, যদিও পুরুষ সদস্য লাঙ্গল পরিচালনায় দক্ষতা প্রকাশ করে থাকে, মেয়েরাও কিন্তু কৃষি বিপ্লবে পিছিয়ে নেই। সিন্ধু সভ্যতার প্রতিকী অনুষ্ঠান গুলি যেমন করম পরবে মহিলাদের সমবেত ভাবে নৃত্যানুষ্ঠান বাঁদনা পরবে গরু কাড়াকে নিয়ে শোভা যাত্রা, গরু খুঁটানো গবাদি পশুর গায়ে এবং কৃষি যন্ত্রপাতিতে চালগুড়ি ছাপ দেওয়া এবং মকরে এক দিবসীয় স্নান যাত্রা কুড়মি সমাজে এখনও দেখা যায়।

কুড়মিদের বিশ্বাস ও বাস্তব থেকে ধর্মের সৃষ্টি হয়। অন্য ধর্মের ভয় থেকে ভক্তি, ভক্তি থেকে ধর্ম উৎপত্তি হয়। সত্য প্রকৃতি ও বাস্তবকে তারা ধর্ম জ্ঞানে দেখে। পৃথিবীতে গাছ-গাছড়া লতাপাতা নদী পাথর পাহাড় পর্বত এই প্রকৃতি ও বাস্তবকে তারা দেবতা বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস ঐ বস্তু গুলিতে আত্মাও প্রান আছে মানুষের দেহে ও আত্মা ও প্রাণ আছে। মৃত্যুর পর কুড়মি আত্মা পরম আত্মাতে বিলীন হয়, স্বর্গলাভ করে না। আত্মার পরম আত্মাতে বিলীন বা মিলিত হওয়ার জন্য আত্মাকে কয়েকটি লৌকিক ধাপ অতিক্রম করতে হয়। মৃত্যুর পর দেহীকে ভোগী থেকে ত্যাগী এবং ত্যাগী থেকে যোগীতে পরিণত হতে হয়। সেই জন্য মৃত্যুর পর দেহীকে তেল হলুদ মাখিয়ে ত্যাগী করা হয় এবং সাদা থান ও কৌপিন পরিয়ে যোগীতে পরিণত করা হয়। যোগীর খাদ্য লালসা নিবৃত্তির জন্য মুখাগ্নির মাধ্যমে জিহ্বার স্বাদ গ্রন্থি গুলো নষ্ট করা হয়। তৃতীয় দিবসে খাদ্য লালসা সম্পূর্ণ নিবৃত্তির জন্য খাদ্য গুলিতে তিক্ত করা হয়। তিক্ত খাবারে খাদ্য লালসা থাকেনা। এই দিনটিতে তিতা ভাত ও বলা হয়।

কুড়মিদর্শনে মহিলাদের দেহে দশটি দ্বার থাকে। তার মধ্যে যোনী দ্বার অন্যতম, দশম দিবসে আত্মা যোনী দ্বারে প্রবেশ করে না অর্থাৎ আত্মার পূণজন্ম হয় না। পক্ষান্তরে ত্যাগী কামনা মুক্ত হয়। ঘাট কামান ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জৈবিক চাহিদা খাদ্য লালসা দেহ লালসা অর্থাৎ কামনা-বাসনা গুনগুলো অপসারিত করে, যোগীতে পরিণত হয়। একাদশ দিবসে পিন্ডদানের মাধ্যমে সংসারের যাবতীয় পার্থিব বস্তু লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা মোহ মুক্ত হয়ে যোগী বা আত্মা পরম আত্মায় বিলীন হয়। আত্মার সংগতি অর্থাৎ পরম প্রাপ্তির ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে

নিজের আত্মীয় ভাগ্নে। ঘাট কামাল ক্রিয়াতে কোন ব্রহ্মান পুরোহিত যাগ-যজ্ঞের ও মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। আত্মার সদগতির জন্য শ্রাদ্ধ নামক শোযন মূলক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, আত্মার পরম প্রাপ্তি পরমআত্মা। পরম আত্মার প্রাপ্তিযোগ মহাস্তন্য অর্থাৎ বায়ু মণ্ডল, বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব সত্য ও অতি বাস্তব, কল্পিত স্বর্গলোকের স্থান নেই কুড়মালি দর্শনে।

কুড়মিদের পূর্বপুরুষের মগজ ছিল পাকা, পোক্ত ও সতেজ। বর্ত্তমান বিজ্ঞানীদের ও হার মানিয়ে দেয়। জাতিগঠনের আর একটি মুখ্য অঙ্গ হল জাতির ধর্ম ও দেবদেবী। তাদের দেব-দেবী হল প্রকৃতির সত্য ও বাস্তব, নিরাকার। কুড়মিদের আদি ও প্রধান দেবতা হলেন মহাদেব শিব। এই মহাদেব শিব হর হর বোম-বোম, ভোলেবাবা, পারকরেগা ভস্যমাখা, জটাধারী বল্কলধারী মনুষ্যাকৃতি মহাদেব নহেন। ইনি হলেন সকল প্রকার পুরুষ শক্তির উৎস, নিরাকার, বিশ্বাসে অসতিত্ব এক মহান পরুষ। কুড়মিরা মহান পুরুষকে আদর করে বুড়াবাবা বলে। হালের ফলাটিকে বুড়াবাবার লিঙ্গ রূপে মানেকরে কুড়মি জনগোষ্ঠী। মাটি হল প্রকৃতি, মাতার যোনি। কৃষি কাজের সময় হালের ফলা মাটিকে ঘর্ষন করে অর্থাৎ প্রকৃতি মাতার যোনিতে ঘর্ষন করা হয়। বুড়াবাবার ফাল লিঙ্গ এবং মহামাঞ এর মাটি যোনি ঘর্ষনে নতুন চারাগাছ সৃষ্টি হয়। এই চারাগাছ কুড়মিদের উদর পূর্তি করে। ভাবী নতুন চারা গাছ বাঁচর ও বৃদ্ধির জন্য তাপ ও আলোর প্রয়োজন হয়। এই তাপ আলো প্রদান করে সুরুজ ঠাকুর। নতুন চারা গাছের বাঁচা ও বৃদ্ধির জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। অক্সিজেনের উৎস বায়ু মণ্ডল। বায়ুমণ্ডলকে কুড়মিরা বাঘুত ঠাকুর বলে। চারাগাছের বাঁচার জন্য জল একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। জলকে বানসিং ঠাকুর বলা হয়। সৃষ্টি ধারা অব্যাহত রাখার জন্য পুরুষশক্তি বুড়াবাবা, স্ত্রীশক্তি মহামাঞ সুরুজদেবতা বাঘুত দেবতা ও জলদেবতা বানসিং ঠাকুর এই পাঁচটি শক্তির সমন্বয়ে জীবের সৃষ্টি বৃদ্ধি ও বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচটি দেবতার সমন্বয় রূপ গরাম ঠাকুর। গরাম কুড়মালি ভাষার মৌলিক শব্দ, গরামের মধ্যে লুকিয়ে আছে, সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও বিপ্লব।

প্রাকৃতিক শক্তিকে বাদদিয়ে তারা উদ্ভিদ রাজ্যকে দেবতার মান্য দেয়। উদ্ভিদের মধ্যে কুড়মিরা প্রাণ ও আত্মার অস্তিত্ব খুঁজে পায়। প্রথম তারা মহুয়া গাছকে দেবতা রূপে নির্বাচন করে। মহুয়া গাছ অতি মূল্যবান বৃক্ষ। আগাগোড়া সম্পূর্ণ বৃক্ষটি কাষ্ঠরূপে ঘরের দরজা জানালা রূপে ব্যবহৃত হয়। গাছ থেকে মহুয়া ফুল, ফল থেকে মাদক দ্রব্য মদ ও কচড়া ফল পাওয়া যায়। কচড়া থেকে তৈল পাওয়া

যায়। সামাজিক ভাবে গাছের বিশেষ প্রয়োজন হয়। মহুয়া কাঠের পিঁড়িতে ও জোয়লে কনেকে বসিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। বর ও কনেকে অন্ন খাওয়ার সময় মুখে আমের পাতা গুঁজে দেওয়া হয়। কুড়মিদের বিশ্বাস আম ফলের মত মিষ্টি যুক্ত সুখময় দাম্বত্য জীবন গড়ে উঠে বরকনের মধ্যে।

কুড়মালি সমাজে বিয়ের সময় বর পনের পতিবর্ত্তে কনে পন প্রথা কুড়মালি দর্শানে উল্লেখ আছে। কুড়মিরা মনে করে কন্য সন্তান ঋণগ্রস্তা হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। বাবা, মা, মাসী, পিসি নিকট আত্মীয়র কাছে সেঋণী। বিয়ের সময় তার সকল প্রকার ঋন পরিশোধন হয়। মাতৃগহ্বরে থাকার সময় ধাত্রী মাতা শিশুটিকে দেখাশুনা করে। আঁতুড় ঘরে কন্যা সন্তানটির পরিচর্য্যা ও দেখাশুনার ভার ধাত্রী মাতা মা, মাসী, পিসি ও নিকট আত্মীয়ার উপর বর্ত্তয়ায়। এই প্রক্রিয়া চলে অন্ন প্রশিন পর্যন্ত। কন্যা বড় হয়, তার খরচ বরচ ও বাড়ে, তার বিবাহ সময় পর্যন্ত। এই সময় কন্যার দায়িত্ব খরচ-বরচ ব্যায়ভার ইত্যাদির দায়িত্ব পড়ে কন্যার বাবার উপর। বিয়ের সময় বরের বাবা কনের বাবাকে কিছু অর্থ দিয়ে অর্থাৎ কনে পন দিয়ে কন্যাকে ঋণমুক্ত করে। সাজনী ডালাতে ধাত্রী মাতা, মা, মাসী, পিসির নিকট আত্মীয়াকে কাপড়-চোপড়, শাড়ী সাজিয়ে প্রেরণ করে বরের বাবা। বরের বাবা কনের বাবাকে কনে পন ও নিকট আত্মীয় রাকে কাপড় চোপড় দিয়ে কন্যের ঋণমুক্ত করে এবং নিজ ঘরের কাপড়-চোপড় ও অলঙ্কার দিয়ে বধূকে বরন করে ও নিজের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে।

জাতি গঠএন আর একটি অঙ্গ হল জাতির ভাষা। কুড়মালি ভাষা কুড়মিদের মাতৃ ভাষা। কুড়মি অধ্যুষিত এলাকায় কুড়মি ভাষা প্রচলন বেশী। অন্যান্য ভাষার মত কুড়মালি ভাষা ব্যাকরন সমৃদ্ধ ভাষা। কুড়মালি ব্যাকরনে বর্ন ও ধ্বনির উচ্চারন সহ বিভিন্ন প্রকার পদ কারক বিভক্তি, ক্রিয়া, কাল, বচন ও লিঙ্গের ব্যাপক প্রয়োগ বিধি রয়েছে। ব্যাকরন গত কুড়মালি ভাষা একটি স্বতন্ত্র সমৃদ্ধ প্রাচীন তম ভাষা। ভাষা একটা জ্যান্ত বহমান বিষয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শব্দরাজী প্রবেশ করে বিভিন্ন ভাষার কলেবর বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু কুড়মালি ভাষায় বিভিন্ন সময় অন্যান্য ভাষার আক্রমনে অবক্ষয় ও অধোগতি হয়েছে। বিভিন্ন ভাষাতে তার অবলুপ্তি ঘটেছে। সেই জন্য কুড়মালি ভাষাটিকে চেনা সম্ভব হচ্ছেনা। ব্যাকরন গত দিক দিয়ে এই ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধ। কুড়মালি ভাষা চেনার জন্য নিম্নে বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষন ইত্যাদি পদ গুলি আলোচিত হল।

বিশেষ্য পদের "ও" কার উচ্চারণ "অ" কার উচ্চারন হয়। যেমন বাংলা লোক শব্দ ঘোড়া কুড়মালি ভাষাতে লক ও ঘড়ায় পরিনত হয়। সর্বনাম পদে বাংলা আমি শব্দ কুড়মালি ভাষাতে মঁয় বা হামশব্দ তঁয় থেকে তুমি, আঁয় শব্দ থেকে "সে" পরিণত হয়েছে।

সর্বনামের এক বচনে মঁয় বা হাম শব্দ মরা বা হামারা হয়েছে। ঠিক তেমনি তঁয় থেকে তরা বা তহরা ইত্যাদি কুড়মালি শব্দে পরিনত হয়েছে। বিশেষন পদে "ক" বা "এক" বিভক্তি যোগ হয়। যেমন তামাক পৈসা এখানে ক বিভক্তি যোগ হয়েছে। তুলনা মূলক ক্রিয়ার বিশেষনে "সে" ও "সবসে" বিভক্তি যুক্ত হয়ে কুড়মালি শব্দ গঠিত। সবসে অর্জুন বলীয়ান বটে। বাক্যের প্রধান অঙ্গহল ক্রিয়াপদ। কুড়মালি ক্রিয়াতে ক্রিয়ার তিনটি রূপ যাকে। যথাক্রমে নিত্য ক্রিয়া ঘটমান ক্রিয়া ও পুরাঘটিত ক্রিয়া। বর্ত্তমান ক্রিয়ার তিনটি রূপ যথাক্রমে তঁয় ভাত খাইঅ। তঁয় ভাত খাহঁ, তঁয় ভাত খালিঁ।

অতীত কালের তিনটি রূপ যথা ক্রমে তঁয় ভাত খালা হঁ তঁয় ভাত খাতে রহঁ, তঁয় ভায় খায়ত। ভবিষ্যত কালের তিনটি রূপ যথাক্রমে তঁয় ভাত খাম, তঁয় ভাত খাতে রহম তঁয় ভাত খাইরহম। কুত্তমালি শব্দ এক বচন থেকে বহুবচন করার জন্য লগ, সত ও গিলা যোগ করা হয়। লক্‌লগ আয়ত, এর বাংলা অর্থ মানুষ গুলি আসিতোজন ঘড়া সভ আইলি, মরদ গিলা আইলি। বাংলা ভাষায় সকল ঘোড়া ও সকল পুরুষ মানুষ আসিল। কুড়মালি ভাষায় কারক ও বিতক্তির প্রয়োগ আলোচিত হল। ক্রিয়ার সাহিত যার অন্বয় বা সমন্ধ থাকে তাকে কারক বলে। কুড়মালি ভাষায় বিভিন্ন কারকের ও বিভক্তির প্রয়োগ আলোচিত হল। কর্ত্তৃকারকে কোন বিভক্তি নেই অর্থাৎ শুন্য বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন মথন লেখঅ, বাংলা ভাষার মথনলেখে। কর্ত্তৃকারকে অশব্দের স্থলে এ বিভক্তি যোগ হয়। যথাক্রমে নরেনে কেহলাহে বাংলায় নরেন বলিয়াছে। কর্ত্তৃকারকে সে বিভক্তির প্রয়োগ, মঁয়সে নেহিহেতি। বাংলায় আমর দ্বারা হবেনা। কে বিভক্তির প্রয়োগ, মঁয়কে যায় হেতি বাংলায় আমাকে যাইতে হইবে।

কর্মকারকে "কে" বিভক্তির প্রয়োগ যেমন মঁয়কে খলিদেঁ বাংলায় আমাকে খুলিয়াদাও। কারন কারকে "সে" বিভক্তির প্রয়োগ যথাক্রমে দুধসে নুনি বনেক, বাংলায় দুধযোক ননী হয়। করন কারকে ক বিভক্তির প্রয়োগ যথাক্রমে টাঙ্গি চটে মরাওলেক বাংলায় টাঙ্গির চোটে মেরে ফেলল। করন কারকে কেরি বিভক্তির

প্রয়োগ যেমন অংশি কেরি অম পাড়ে বাংলা আংশি করে আম পাড়। সম্প্রদানকারকে ভুখাকে ভাত দেহিঁ বাংলায় ক্ষুবার্ত ব্যক্তিকে ভাত দাও। অপাদান কারকে "লে" বিভক্তির প্রয়োগ যেমন তঁয় আসনিলে উঠি হানা, বাংলায় তুমি আসন হইতে উঠ। মঁয় হাঁড়িলে পানি আনে, বাংলায় অমি হঁড়ি থেকে জল আনি। সে বিভক্তির প্রয়োগ যেমন সাপসে ডর লাগায় বাংলায় সাপ থেকে ভয় লাগে। ক বিভক্তির প্রয়োগ হম বাপেক বেটা-বেঠি বাংলায় আমি বাবার ছেলে। অধিকরন করকে "এ"ই বিভক্তির প্রয়োগ যথা তঁয় ঘারে আ অরে, বাংলায় তুমি ঘরে এস।

সর্বজাতি, সর্ব ধর্ম বহু ভাষাভাষী মিলনের দেশ এই ভারতবর্ষ। সেখানে নানাজাতি নানা ভাষা ভাষী মানুষের বাসস্থান। তাঁরা সকলে নিজের কৃষ্টি ধর্ম ও ভাষা নিয়ে বেঁচে আছে, তারা নিজ নিজ কৃষ্টি ধর্ম ও ভাষা চিনেও জানে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কুড়মি জাতির অনেকেই নিজের কৃষ্টি, ধর্ম ও ভাষা চিনেনা বা জানেনা না জানার নানা কারন রয়েছে। কুড়মিদের পূর্ব পুরুষ গনের সৃষ্ট কৃষ্টি ধর্ম, ভাষা ও গৌরব ময় ইতিহাস চাপা পড়ে রয়েছে। সেই চাপা পড়া পূর্ব পুরুষদের গৌরবময় ইতিহাস কুড়মিকথা বইটি টুঁড়ে বের করবে, এই আমি আশা করি।

কুড়মিরা হিন্দু নয় এস.টি

প্রাক্ আর্য যুগে অখণ্ড ভারতবর্ষে মূলনিবাসী শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তারা ছিল সমগ্র একটি মূলনিবাসী জাতি, সারি ধর্মের জনগোষ্ঠী। আর্য আগমনে আর্যরা সমগ্র মূলনিবাসী জাতিকে টুকরো টুকরো করে ৬৫০০ জাতিতে বিভাজিত করে, তাদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। বাবাসাহেব আম্বেদকর ৬৫০০ জাতিকে চারটি বর্গে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। বর্গগুলি যথাক্রমে নিম্নরূপ

১) Scheduled Cast (S.C.) - অনুসূচীত জাতি।

২) Scheduled Tribe (S.T.) - অনুসূচীত জনজাতি।

৩) Other Back Word Class. (O.B.C) - অন্যান্য পিছড়ে বর্গ জাতি।

৪) Converted minority (C.M.) - ধর্মান্তরিত সংখ্যালঘু।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ই মে Scheduled Cast and Tribe শব্দ চালু হয়। Scheduled Cast and Tribe এর অর্থ নীচু জাতি নয়, ইহা সাংবিধানিক শব্দ মাত্র।

Scheduled Tribe (S.T.) বা অনুসূচীত জনজাতি হতে চাইলে ইহার তিনটি শর্ত অবশ্যই প্রয়োজনন। সেই জাতিটির- ১) সামাজিক ভাবে অনগ্রসর, ২) শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর ও ৩) উপজাতীয় আচরণ থাকতে হবে।

যারা আদিম রীতিনীতি, আচার-আচরণ মেনে চলে গাছ, পাথর, আকাশ, বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুকে দেবজ্ঞানে দেখে, সমাজবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে, যাদের বর্ণ সংকর ঘটেনি তারাই হল S.T. সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী। বাবাসাহেব আম্বেদকর ১৯২৬-২৭ সাল থেকে Scheduled Tribe শব্দ সংবিধানে জুড়ে দেন। পরে সংবিধান লাগু হলে S.T. রা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়।

উপরের লক্ষনগুলি কুড়মি জাতির মধ্যে দেখা যায়। S.T. স্বপক্ষে সরকারী সাক্ষ্য প্রমাণ নিম্নে দেওয়া হল। ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন জাতির ও ভাষার উপর ব্রিটিশ জাতিতত্ত্ববিদ ও ভাষাবিদ স্যার এ.জন ডালটন পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ জনতত্ত্ববিদ গবেষক স্যার রিজলে

ভারতের বিভিন্ন জাতির উপর গবেষণা করেন। এই ভাষাতত্ত্ববিদ, জনতত্ত্ববিদ এর গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার Home Department ২ রা মে ১৯১৩ সালের ৫৫০ নং নোটিফিকেশের মাধ্যমে ভারতের ১৩ টি জাতিকে আদিম আদিবাসী বা Aborginal Tribe হিসাবে ঘোষণা করে। জাতিগুলির নাম নিচে আলোচনা করা হল। জাতিগুলি হল- সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাং, ভূমিজ, খেড়িয়া, হো, কুড়মি, খাসি, কড়া, গন্ড, মাল ও পান। এইজাতিগুলি সকলে মিলে ভারতের প্রাচীনতম দ্রাবিড় সভ্যতা গঠন করে। সকলে এরা সারি ধর্ম তথা সত্য ধর্মের লোক মূলনিবাসী। বিভিন্ন কারণবশতঃ ও সময়ে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে বসতি গড়ে তুলে। তার ফলে তাদের জীবনধারায় ও ধর্মে বাহ্যিকভাবে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ ধর্ম ও কর্মে তারা এক জাতি থেকে অন্য জাতি আলাদা। জাতিগুলির পরিবর্তন লক্ষণগুলিকে কেন্দ্র করে নৃতত্ত্ববিদগণ মূলনিবাসী সমাজের জনগোষ্ঠীকে কখনও কখনও অস্ট্রালয়েড, প্রোটো অস্ট্রালয়েড, নিগ্রোয়েড, মঙ্গলওয়েড ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে। শেষ পর্যন্ত নৃতত্ত্ববিদগণ প্রাচীনতম মূলনিবাসী সমাজটিকে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণভাবে সকল জাতি সারি বা সত্য ধর্মের জনগোষ্ঠী।

বর্তমানে অন্যান্য সভ্যতার আগ্রাসন নীতিতে কুড়মি সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কুড়মি সভ্যতার উপাদান সংরক্ষণের অভাবে ধুঁকছে, অস্তিত্ব লোপ হতে চলেছে। আদিম রীতিনীতি, আচার ব্যবহারগুলো সমাজে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। ঐ কোনঠাসা আদিমি রীতি নীতিগুলি বর্তমানে সকলের সামনে আসা প্রয়োজন। নইলে ST হওয়া সম্ভব নয়।

সমাজের রীতিনীতি মেনে চলাকে সংস্কার বলে। মানবজীবনে জনম, বিহা ও মরণকে কেন্দ্র করে সংস্কারগুলো গড়ে উঠেছে। কুড়মি সভ্যতা বিজ্ঞান আধারিত সভ্যতা এখানে কল্পনা, ছলনার কোন প্রশ্নই নেই। জনমে অর্থাৎ সৃষ্টিতে বুড়াবাবা ও মহামাঞ্চ এর প্রয়োজন অর্থাৎ মা বাবার প্রয়োজন। মোটকথা জীব সৃষ্টিতে শুক্রানু ও ডিম্বানুর প্রয়োজন। এই চিরসত্য ঘটনা কুড়মিরা অনুসরণ করে। শিশু ভূমিষ্ট হলে চাল ঢাড়হা ও নাড়ী গৃহমধ্যে পোঁতা হয়। মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়, মেয়ের পবিত্রতাকে লক্ষ্য করে। বর পক্ষ ও কনে পক্ষ মিলে মিশে বিহা ক্রিয়া সম্পন্নকরে। বিহাতে বহনই বা জামাই বাবুর মুখ্য ভূমিকার থাকে। কুড়মি বিহাতে বর পক্ষ কনে পক্ষকে কনে পণ দেয়, বর পণ কুড়মি সমাজে প্রচলিত নেই।

মৃত্যুর পর কুড়মি আত্মা সরাসরি ঘাট-কামানের মধ্য দিয়ে পরমআত্মাতে বিলীন হয়। আত্মার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে না। পুনর্জন্মও নেই কুড়মালি দর্শনে। মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে দেওয়ার নির্দেশ আছে। কিন্তু দাহ করার নিয়ম নেই। শ্রাদ্ধ হয়না কুড়মি সমাজে। শ্রদ্ধার সাথে ঘাট-কামান ক্রিয়া নিজের ভাগ্নে সম্পন্ন করে থাকে। কোন পুরোহিত, যাগযজ্ঞ, মন্ত্র উচ্চারণ হয় না এই ঘাটকামান ক্রিয়াতে।

প্রাত্যহিক জীবনে সারাদিনে তারা অনেকবার বেশী খাবার খেয়ে থাকে। কৃষি কাজের জন্য খাবার প্রয়োজন। এই বল বা দৈহিক শক্তি আসে খাবার থেকে। ভাতের সাথে পঁপড়া মাছ ও শুঁটকা মাছ খেয়ে থাকে। পোশাক পরিচ্ছেদে মোটা ও ঠেঠি শাড়ী ও ধুতি ব্যবহার করে। কাপড় চোপড় পরিস্কারের জন্য কাঠের আঁগার ক্ষার ব্যবহার করে। মাথা পরিস্কারের জন্য টিলহা মাটি ব্যবহৃত হয়। কুড়মিদের কাঁচা বাড়ী বেশী থাকে। কাঁচা বাড়ীগুলি গুহাকৃতি, দেওয়ালে দিরখা ও কলঙ্গা থাকে বিভিন্ন বস্তু রাখার জন্য। কুড়মি সমাজ পরিচালনার জন্য অলিখিত সংবিধান আছে। সমাজ থেকে উঠে আসা বনেদি, যোগ্যতম ব্যক্তিকে মাহাত হিসাবে মনোনিত করে গ্রামের জনগোষ্ঠী। মাহাত গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বদ্ধ পরিকর। মাহাতর বাড়ীটিকে মাহাত ঘর বলা হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে দেবদেবীকে পুজা আরাধনা করার জন্য সমাজ মনোনীত পুজারী, লায়া ও পটলই মাহারাই নিযুক্ত হয়। কুড়মিদের গুষ্টিভাবনা বা চেতনা থাকে। পরিবারকেন্দ্রিক চিন্তা বা ভাবনা থাকে না।

কুড়মি সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে উঠেছে কৃষিকাজ থেকে। পয়লা মাঘ হালের আড়াই পাক কর্ষণে কৃষিকাজ শুরু হয়। চৈত্রে চড়ক পূজাতে আঁকুর হওয়ার ধানগুলোকে বাছাই করা হয়। ১৩ ই জ্যৈষ্ঠ চৈত্রের বাছাই করা ধানগুলো শুকনো মাটিতে কুড়মিরা বপন করে। শ্রাবনের প্রারম্ভে কাদা মাটিতে চারাগাছগুলো রোপন করা হয়। ভাদ্রমাসে কুড়মি মেয়েরা সমবেতভাবে নাচে গানে কিশোর প্রাপ্ত ধানগাছ গুলিকে সৃষ্টির জন্য যৌন বিষয়ক গানগুলি শিখিয়ে দেয়। ইহাকে জাওয়া পাতা গান বলে। ধানগাছগুলি থোড় প্রাপ্তি হলে অর্থাৎ গর্ভবতী হলে কুড়মিরা গুঁড়িজলের মাধ্যমে সাধভক্ষণ করিয়ে নেয়। ফসল পরিপক্ক হলে ফসল সংরক্ষণের জন্য খামার তৈরী করে তারা।

কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যাতে অহিরা গানের মাধ্যমে বুড়াবাবাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। দ্বিতীয়াতে বুড়াবাবাকে গরয়া পিঠা নিবেদন করা হয়। কুড়মি ঘর দোর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। দেওয়ালে স্বত্তঃ, রজঃ ও তমঃ গুনের প্রতীক পরপর কালো, লাল ও সাদা পাড় অঙ্কন থাকে।

গবাদি পশুর প্রতি সেবা যত্ন নেওয়া হয়। তাদের শিঙে তেল সিঁদুর মাখানো, গায়ে বিভিন্ন প্রকার চালগুঁড়ি দাগ ও কপালে ঝুলে কাঁচা ধানের মোড়। গরু খুঁটানো ও গরুকে নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়। মকরে অঙ্কুরিত ধানবীজকে জলের মধ্যে পোঁতা হয়।এই সংস্কৃতিগুলি সিন্ধু সভ্যতার প্রতীক।

জাতির একটি উপাদান হল ধর্ম। বিশ্বাস থেকে ধর্মের উৎপত্তি। কুড়মালি দর্শনে বিশ্বাস থেকে ধর্মের উৎপত্তি, ভয় ভীতি থেকে ধর্ম উৎপত্তি লাভ করেনি।

সর্ব ধর্ম সমন্বয় এই ভারতবর্ষ। এখানে বহু ভাষা, বহু জাতি মানুষের বাসস্থান। এই ভারতবর্ষে জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম, আজীবিক ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, শিব ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, লিঙ্গায়েত ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, লোকায়েত ধর্ম, সহজিয়া ধর্ম, শিখ ধর্ম, মাতুয়া ধর্ম সারি ধর্ম ও সারনা ধর্ম আছে।

সারি ও সারনা ধর্মে প্রকৃতি বিশ্বাস। প্রকৃতির গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়া পর্ব্বত, পাথর ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও বাস্তব বস্তুগুলিকে তারা দেবতা জ্ঞানে দেখে। তারা গাছপালা পাথরকে পূজা করে।

বিবিধ ভাষার মিলনতীর্থ এই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে ১৬৫২ টি প্রচলিত ভাষা আছে। সেই ভাষাগুলির মধ্যে ২২ টা ভাষা প্রধান। ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত ভাষাগুলি হল যথাক্রমে বাংলা, গুজরাঠী, হিন্দি, কন্নড়, কাশ্মীরি, মারাঠি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালি। প্রাচীনতম ভাষা হল কুড়মালি ভাষা, য়ার নিদর্শন পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতায়। সিন্ধু সভ্যতা গড়েছিল প্রাক্ আর্য যুগে। প্রাক্ আর্য যুগে মূলতঃ সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহালি, কড়া, হো, তুরি, অসুর, কোল, কুড়কু, বিরহড়, কোরওয়া, ভূমিজ ও কুড়মি এই তেরোটি জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল সিন্ধু সভ্যতা। এই তেরোটি জাতি ব্রিটিশ ভারতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত একসাথে ছিল। এই তেরোটি জাতি ভারতবর্ষের আদিম আদিবাসী। এই তেরোটি জাতি ভারতের আদিম আদিবাসী তালিকায় লিপিবদ্ধ ছিল। ১৯৩১ সালে আদিম আদিবাসী তালিকা থেকে অর্থাৎ এস.টি তালিকা থেকে কুড়মি জাতি বাদ পড়ে। ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু তাঁর অর্ডার S. R. O./510 6th September তফসিলী আদিবাসী তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকাতে ঐ বারোটি জাতি এস.টি. সম্প্রদায়ভূক্ত আছে, কিন্তু কুড়মি জাতি ঐ তালিকা থেকে বাদ পড়ে। কুড়মি জাতির অবলুপ্তির সঠিক কারণ কুড়মি জাতি বুঝে উঠতে পারেনি। বিলুপ্তির অর্থ সেই

জাতির ও সমাজের মৃত্যু। সরকার রাতারাতি কুড়মিদের মতামত না নিয়ে কুড়মি জাতিকে হিন্দু বানিয়ে ফেলল। অন্য জাতির মতো কুড়মি জাতির কোনো নির্দিষ্ট Identity বা পরিচয় নেই। তারা হিন্দুও নয় ও এস.টিও নয়। কুড়মিদের সামাজিক কাজকর্ম যেমন- জন্ম, মৃত্যু ও বিহা ক্রিয়াগুলো হয় সারি ধর্মে ও সরকারী কাজকর্মগুলো যেমন দলিল, দস্তাবেজ ইত্যাদিগুলো হয় হিন্দু ধর্ম মেনে।

ভাষাবিজ্ঞানী ডালটন, রিজলে ও গ্রিয়ারসন প্রমুখ ব্যক্তিগণ কুড়মি জাতিকে আদিম আদিবাসী বলে আদমসুমারীতে উল্লেখ করেছেন। উক্ত মহোদয়গণ কুড়মিকে Aboriginal, Anymist, Primitive caste বলে উল্লেখ করেছেন তাঁদের বিভিন্ন সমীক্ষায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারন নিয়ে Comverted Minority ধর্মান্তরিত সংখ্যালঘু হয়েছে। পালরাজাদের আমলে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম জাগরণের ফলে মূলনিবাসী সমাজের কিছু অংশ সারি ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছে। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মূলনিবাসী সমাজের আরো কিছু অংশ সারি ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মাহাত্মা হরিচাঁদ ঠাকুর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মতুয়া ধর্ম প্রবর্তন করলে, মূলনিবাসী সমাজের যারা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা মতুয়া ধর্মে দীক্ষিত হয়। বর্তমানে সাঁওতালদের কিছু সংখ্যক জনগোষ্ঠী খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহন করেছে। মূলনিবাসী সমাজের বারোটি জাতির কিছু কিছু জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কারণে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তার ফলে সেই জাতিটির অস্তিত্বলোপ পায়নি, বা সেই জাতি শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু কুড়মি জাতির সমগ্র অংশ রাতারাতি স্বাধীন ভারতে লুপ্ত হয়ে যায়।

কুড়মি জাতির জনগোষ্ঠী নিজেরা হিন্দু হয়নি। তৎকালীন সরকার কুড়মিদের উপর হিন্দুত্বের তকমা চাপিয়ে দিয়েছেন। হিন্দুত্ব থেকে সরে আসা ও পুনরায় এস.টি.-র অন্তর্ভুক্তির জন্য কুড়মি জাতি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আদলে আন্দোলন করে আসছে।

গ্রন্থপঞ্জি :-

১. The Tribes and Caste of Bengal by H.H. Risley.

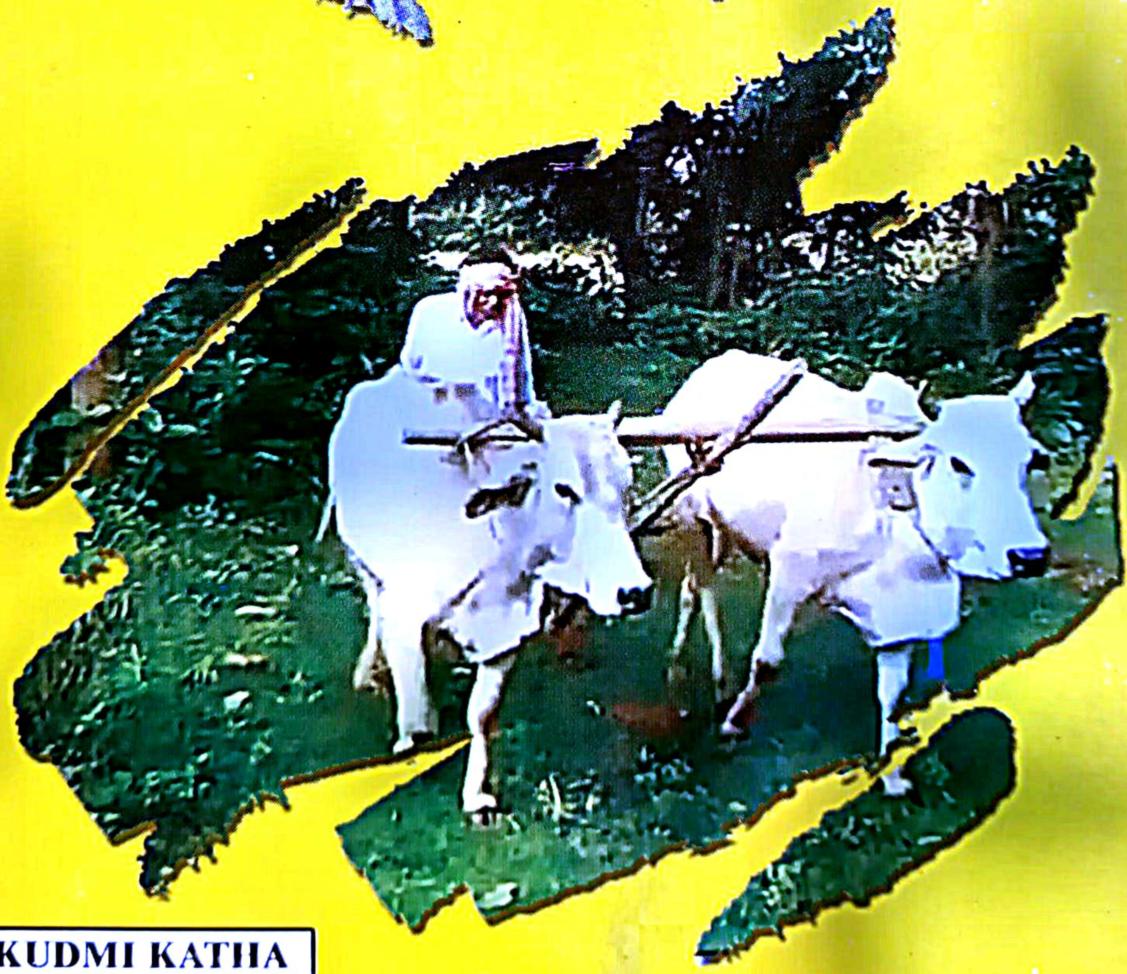
২. মূলনিবাসী বহুজন মা ওয়ামন মেশ্রাম, রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ, বামসেফ।

৩. কুড়মালি সংস্কৃতি ও তন্ত্র ধর্ম সিরিপদঅ বঁসরিআর।



লেখকের জন্ম পুরুলিয়া জেলার মানবাজার মহকুমার অন্তর্গত বিশরী গ্রামে। উচ্চ মাধ্যমিকে (HS) পড়াশুনা মানবাজার রাধামাধব বিদ্যায়তনে। **Zoology** ও **History** বিষয়ে স্নাতকোত্তর। **Council of Homeopathic Medicine West Bengal** থেকে **Advance Course on Homeopathy certificate** প্রাপ্ত। **G.P. Level Homeopathic Ex. Medical officer. Jadavpur University** থেকে **cerebral Palssy Acupuncture** এ শিক্ষণ প্রাপ্ত। **Indian red cross society** থেকে **Population education cum Family Welfare Training** এ শিক্ষণ প্রাপ্ত। **Rajkia Ayurvedic and unani chikista parisad Bihar** থেকে **Baidya** এবং **Hindi University** থেকে **Ayurved Ratna** প্রাপ্ত। **Shiksha Samsad Calcutta** থেকে **Work Education** এ শিক্ষণ প্রাপ্ত।





KUDMI KATHA

9 788198 064035